NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ 'মৃত ভোটার-বাতিল নামের ছাপ্পা সংকট, মুখ্যমন্ত্রী ভয়ে কাঁপছেন'

গঙ্গাসাগরে কেন্দ্রের বরাদ্দ অধরা, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ২৯ পৌষ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.01.2026, Vol.19, Issue No. 211, 8 Pages, Price 3.00

## জেন জি-র প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ অনুষ্ঠানে এসে জেন জি-দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এই জেন জি-দের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসে দেশের কোনও একটি রাজ্যে বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে দিল্লিতে।

পিটিআই সূত্রে খবর, দেশের প্রায় ৫০ লক্ষ যুবক-যুবতীদের নিয়ে রাজধানী নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে ইয়ং লিডার্স ডায়লগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী জেন জি-দের উদ্দেশে বলেন, 'তাঁদের বল, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ভবিষ্যতে ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের এই যুব সমাজের কথা ভেবে অতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকল্পগুলি চালু করেছে, পরবর্তীকালে এসে তা ফলপ্রসূ হয়েছে। বিগত বেশ কয়েক বছরে এদেশে স্টার্টআপ গতি পেয়েছে। তাই ভবিষ্যতে যুব সমাজ কেন্দ্রীক আরও প্রকল্পের ভাবনাচিন্তা রয়েছে সরকারের, বলেও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, যুব সমাজের অবদানে ভারত অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে, যার মূলে রয়েছে সংস্কৃতি, বিষয়বস্তু এবং সৃজনশীলতা।

### তদন্তে এনআইএ

■ **বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মামলার তদন্তভার নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। রাজধানীতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের একটি বড় চক্রের হদিস মেলার পরই দিল্লি পুলিশ সেই অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে দিল্লি জুড়ে অভিযানে নামে। এ বার সেই মামলার তদন্তভার নিল এনআইএ। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্ত শুরু করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। নতুন করে এফাইআর দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশের পরই তদন্তভার নিল এনআইএ।**

# নিপায় সতর্কতা, মমতাকে ফোন নাড্ডার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্স। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। নমুনা পরীক্ষার দুই নার্সের শরীরেই নিপা ভাইরাসের অস্তিত্ব মিলেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য নমুনাগুলি পুণেতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'জনের অবস্থাই অত্যন্ত সঙ্কটজনক। আপাতত ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তা জানিয়েছেন। এনিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তারপরই ভিডিওবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাচ্ছে। দলের সদস্যরা বাংলার স্বাস্থ্যদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। নিপা সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, দ্রুত তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কেন্দ্র। কল্যাণী এইমসে এই সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য পরিকাঠামো তৈরি বলে জানিয়েছেন নাড্ডা।

মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও

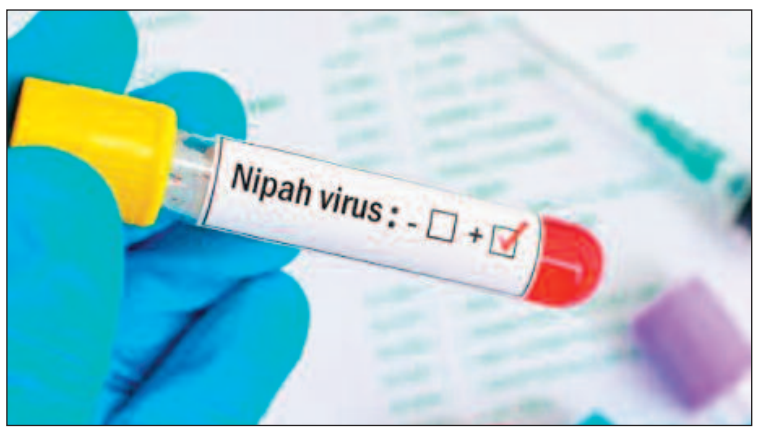


পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। তিনি জানিয়েছেন, বঙ্গে নিপা ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছে। তার মোকাবিলায় কেন্দ্র সবরকমভাবে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরি পরিকাঠামো, নজরদারি, আপৎকালীন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য বিশেষজ্ঞ দলকে সতর্ক করা হয়েছে। যাতে যে কোনও প্রয়োজনে তারা ছুটে যেতে পারে।

এদিকে, ঘটনার পরেই সক্রিয় হয়েছে রাজ্য। কেন্দ্রের তরফেও সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বারাসাতের ওই হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন রাজ্য এবং কেন্দ্রের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল। পাশাপাশি, কী ভাবে ওই দুই নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন, গত কয়েক দিনে তাঁরা কাদের সংস্পর্শে এসেছেন, সে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চলছে 'কন্ট্যাক্ট টেস্টিং'-এর কাজ। অর্থাৎ, যাঁরাই ওই দুই নার্সের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করে নমুনা সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে। তাঁদের সকলকে নিভৃতবাস-এ থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বেলেঘাটা আইডিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ১০টি এমার্জেন্সি শয্যা এবং ওয়ার্ডে ৬৮টি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। এ ছাড়া, ভেন্টিলেশনও প্রস্তুত রয়েছে। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'নিপা ভাইরাস নিয়ে মঙ্গলবারই সমিতির বৈঠক হয়েছে। সমস্ত প্রস্তুতি আমরা নিয়ে নিয়েছি। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। আপাতত সকলকে বলব, সতর্ক থাকুন। আধখাওয়া ফল খাবেন না। ফলের রসের দোকান থেকেও একটু দূরে থাকুন। ফল কিনলেও গরম জলে ধুয়ে খান।'

অন্যদিকে, নিপা-আক্রান্ত দুই নার্স কিছু দিন আগেই বর্ধমানে গিয়েছিলেন বলে খবর। কাটোয়ায় তাঁরা কার কার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করে সকলের স্বাস্থ্যের অবস্থার খোঁজখবর নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম। তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৪৮ জনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে একটি বিশেষ দলও গড়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এ বিষয়ে আদর্শ কার্যপদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়োর বা এসওপি) তৈরি করা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অযথা আতঙ্কিত না-হয়ে, সকলকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বরও।

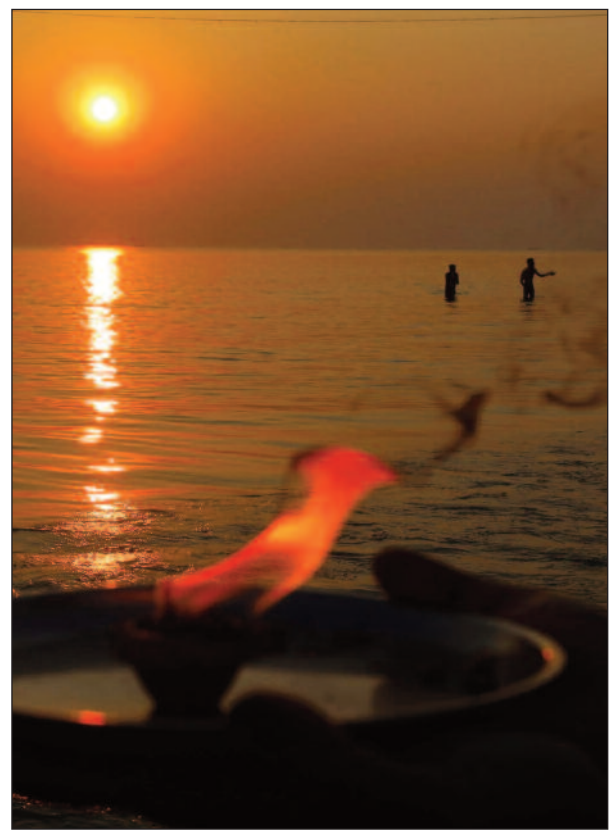

*আজ মকর সংক্রান্তি।* *ছবি: অদিতি সাহা*

# চক্রান্ত চলছে, ফের বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পিতভাবে বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁর ডাক, 'অন্যায় ভাবে নাম কাটলে রুখে দাঁড়ান। নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিন।'

মতুয়া সমাজ, পরিযায়ী শ্রমিক, নতুন ভোটার এবং স্থানান্তরিত ভোটারদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'আপনাদের নাম কেন বাদ গেল, জানতে চাইবেন। বিএলও, ইআরও, জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানান। কাগজপত্র জমা দিলে অবশ্যই রশিদ নেবেন।' এদিকে, মঙ্গলবার বাঁকুড়ার খাতড়ায় এক বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪ হাজার এসআইআরের ফর্ম ৭। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। নবান্ন থেকে সেই ফর্মের ছবি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফের দাবি করলেন নাম বাদের চক্রান্ত করছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বাঁকুড়ার খাতড়ার সিনেমা মোড়ে একটি গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের। গাড়িটিকে ধাওয়া করে দাঁড় করাতেই চক্ষুচড়কগাছ। উদ্ধার হয় প্রায় ৪ হাজার ফর্ম ৭ (নাম বাদ দেওয়ার আবেদনপত্র)। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে গাড়িতে থাকা তিনজন চম্পট দেয়। তবে ২ জনকে আটক করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পাঁচজনই বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত এলাকায়। ধৃতদের মধ্যে একজন বিজেপির তালডাংরা বিধানসভার বিবরদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন মণ্ডল সভানেত্রী ঝুমা ঘোষের স্বামী প্রবীর ঘোষ। এদিন, নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে উদ্ধার হওয়া ফর্মের ছবি দেখান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এই দেখুন এটা আমার কাছে এসেছে। এটা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। এভাবেই নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যেই ৫৪ লক্ষ নাম কোনও কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়েই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। টার্গেট করা হয়েছে মহিলাদের। বাড়ি বদল করেছেন এমন বহু মানুষেরও নাম কাটা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই জেনুইন ভোটার। কিন্তু কাউকে আগাম জানানো হয়নি। প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকরাও জানতেন না বলে অভিযোগ। তিনি বলেন, 'বলা হচ্ছে ইআরও-রা করেছে। কিন্তু ইআরও-রাও জানতেন না। মাইক্রো অবজার্ভাররা সব ক্রস করেছে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বাতিল নামের তালিকা কোনও রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয়নি, শুধু বিজেপির হাতে রয়েছে। কারণ ওদের নির্দেশেই সব হচ্ছে। যাঁদের নাম কাটা হয়েছে, তাঁরা ফর্ম ৭ ও ৮ ভরে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিহার, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় একই ছকেই বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

# কোচবিহারেও 'ভূত' দেখালেন অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বারুইপুরের পর কোচবিহার! কমিশনের তালিকায় মৃত ১০ ভোটারকে সভা মঞ্চে হাজির করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনকে বিঁধে তাঁর তোপ, 'এই ১০ জনকে বিজেপির দালাল নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।' সভায় হাজির জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, 'আমার পাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের কি মৃত বলে বলে মনে হচ্ছে?' তাঁর আরও হুঙ্কার, 'শুধু রাজ্যের টাকা আটকে রাখা নয়। আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে দিল্লির জমিদাররা। আগামীর লড়াই আবর্জনা সাফ করার লড়াই।'

রণসংকল্প কর্মসূচি নিয়ে জেলায় জেলায় সভা করছেন অভিষেক। মঙ্গলবার কোচবিহারে সভা করেন তিনি। সেখানে ১০ জন ভোটারকে হাজির করেন অভিষেক। এসআইআরের প্রকাশিত খসড়া তালিকায় তাঁদের নাম নেই। কমিশনের খাতায় তাঁরা মৃত। সেই ভোটারদের সভায় হাজির করে অভিষেক বলেন, 'আমার সঙ্গে ১০ জন রয়েছেন, তাঁরা সবাই কোচবিহারের মানুষ। এই মাটিতে জন্মেছেন। বড় হয়েছেন। তাঁদের বিজেপির দালাল নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।' অপরিকল্পিত এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য ৭৮ জন মারা গিয়েছেন বলে তোপ দেগেছেন অভিষেক। এই 'প্রহসনে'র বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপিকে জঞ্জাল বলে তোপ দেগে বলেন, 'আগামীর লড়াই আবর্জনা সাফ করার লড়াই।' সভায় উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, 'যাঁরা এই মাটিকে অপমানিত করেছে তাঁদের জবাব দেবেন না?' এদিনের সভামঞ্চ থেকে ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি, বিজেপি সরকার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

কর্মীদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, 'নোটিস পাওয়া সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিশ্চিত করতে হবে। দিল্লির বিষয় আমরা দেখব।' শেষমেশ নয়টি আসনে জয় আনতে দলকে ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা ৯টা সিটে জয় এনে দিন, উন্নয়নের দায়িত্ব আমার।' তিনি বিজেপিকে সতর্ক করে বলেন, '১০-০ গোলে মাঠের বাইরে। সময় লাগুক, তৃণমূল বাংলার প্রাপ্য টাকা ছিনিয়ে আনব।' ইডির হস্তক্ষেপ নিয়ে অভিষেকের কথায়, 'ইডি পাঠিয়ে নিজেরাই জব্দ হয়ে গিয়েছে।'

অভিষেক বলেন, 'নিশীথ প্রামাণিক প্রাক্তন। বাকি যে ক'টা আছে, তার মতোই প্রাক্তন করতে হবে। কী ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার! পরিযায়ী সাংসদ। থাকতেন দিল্লিতে। মাঝেমাঝে এসে এক দিন থেকে পালাতেন। আপনার রিপোর্ট কার্ড কোথায়? ১২ বছর সরকার ক্ষমতায়। কোন বুথের জন্য মোদী সরকার কত বরাদ্দ করেছে, রিপোর্ট কার্ড আনুন। এক-একটি বিধানসভায় কোচবিহারে ৯৮০ কোটি টাকা দিল্লির সরকার আটকে রেখেছে। এই টাকা ছিনিয়ে আনতে লড়তে হবে। মোদী মিটিং করে বলছেন, বাঁচতে চাই, বিজেপি চাই। বিজেপি রাজবংশীদের অভিমানে আঘাত দিয়ে কোচবিহারকে বিহারে পরিণত করতে চায়।

# ঘরে ঢুকে নথি কাড়া হয়েছে, সুপ্রিমে ইডি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আইপ্যাক সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষস্তরকে সরাসরি নিশানা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের ডিজি নগরপাল ও কলকাতা পুলিশের কমিশনারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মোট ১৭টি ধারায় অভিযোগ আনার অনুমতি চেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইডির দাবি, তল্লাশি চলাকালীন প্রতীক জৈনের বাড়িতে কোনও আইনি অনুমতি ছাড়াই জোর করে প্রবেশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, 'নিজের হাতে বাজেয়াপ্ত তথ্যপ্রমাণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে', এমন গুরুতর অভিযোগও তোলা হয়েছে শীর্ষ আদালতে দাখিল করা পিটিশনে। অভিযোগের স্বপক্ষে ছবি-সহ একাধিক নথি যুক্ত করেছে ইডি।

কেন্দ্রীয় সংস্থার বক্তব্য, তল্লাশির সময় পঞ্চনামা তৈরির প্রক্রিয়াতেও বাধা দেওয়া হয়। ইডির দাবি, 'ভয় দেখানো হয়েছে, হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, যার ফলে আইন অনুযায়ী সঠিকভাবে পঞ্চনামা রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি।' এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ও শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংস্থাটি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৫ ধারায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'কোনও ব্যক্তির বাড়িতে বেআইনি ভাবে ঢুকে সম্পত্তি নিয়ে যাওয়া', অর্থাৎ চুরির অভিযোগ আনার আবেদন। ইডির ভাষায়, 'তল্লাশির নামে আইনকে পাশ কাটিয়ে তথ্যপ্রমাণ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এখানেই থামেনি ইডি। শেক্সপিয়ার সরণী থানা ও ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যে এফআইআরগুলি দায়ের হয়েছে, সেগুলি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ চেয়েছে সংস্থা।

### রুদ্ধদ্বার শুনানি

**নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির তদন্ত ঘিরে আইপ্যাক মামলায় আজ গুরুত্বপূর্ণ মোড়। কলকাতা হাইকোর্টে জানানো হয়েছে, এই মামলার শুনানি হবে সম্পূর্ণ রুদ্ধদ্বার। আদালতের এজলাসে উপস্থিত থাকতে পারবেন শুধুমাত্র মামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আইনজীবীরাই। সাধারণ দর্শক বা সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার থাকছে না। আইপ্যাক-কাণ্ডে ইডি ও তৃণমূলের দায়ের করা জোড়া মামলার শুনানি মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে হবে। যদিও শুনানি 'ক্লোজড ডোর', তবু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রম সম্প্রচার করা হবে। এর আগে শুক্রবার একই মামলার শুনানি ঘিরে এজলাসে তীব্র উত্তেজনা ও হৈচৈ তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতিতে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ শুনানি মুলতুবি রেখে ১৪ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেন মামলা।**

# পুলিশ নিষ্ক্রিয়, সিবিআই চেয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চন্দ্রকোনায় কনভয়ে হামলার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'পরিকল্পিত হামলা হলেও পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল।' এই দাবি তুলে তিনি সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে ১০ জানুয়ারি, পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানা এলাকার চন্দ্রকোনা মোড়ে। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার সময় তাঁর কনভয় ঘিরে ধরে হামলা চালানো হয়। বাঁশ, লাঠি ও দলীয় পতাকা হাতে একদল দুষ্কৃতী গাড়িতে চড়াও হয়। তিনি অভিযোগ করেন, 'আমাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল।' আরও দাবি, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে উত্তেজনা চললেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা দায়েরের আবেদন করা হয়। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ সেই আবেদন গ্রহণ করেছেন। আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানি হতে পারে।

একই সঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকার প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতিও শুরু করেছেন বিরোধী দলনেতা। ১৬ জানুয়ারি নবান্ন চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি চেয়ে পৃথক একটি আবেদন করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই ধর্না কর্মসূচির জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের আইনজীবী। সেই মামলারও অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আজ এই মামলার শুনানি নির্ধারিত। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনায় উত্তেজনা তুঙ্গে। শাসকদলের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠ রুখতেই প্রশাসনকে ঢাল করা হচ্ছে।' এখন নজর হাইকোর্টের শুনানির দিকে।

# বিক্ষোভে নিহত ছাড়াল ২০০০, ইরানে নজর ভারতের

**তেহরান, ১৩ জানুয়ারি:** ইরানে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ২০০০ ছাড়াল। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবাও। ইরানের সরকারি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত ইরানে নিহতের সংখ্যা ২০০০ পেরিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েক জন নাবালক।

এদিকে, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমন করতে পুরনো পথেই হাঁটার ইঙ্গিত দিল ইরান। গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে সে দেশে চলা গণবিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য ২৬ বছরের এক যুবককে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন, সংবাদসংস্থাগুলির প্রতিবেদন অনুসারে, বুধবারই ফাঁসির সাজা কার্যকর হতে চলেছে।

গণবিক্ষোভে উত্তাল ইরানের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। সোমবার এমনই জানিয়েছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। পাশাপাশি ইরানে থাকা ভারতীয়দের সতর্ক থাকতে বলেন তিনি। ইরানে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে বলে জানান মিস্রি। তবে ইরানের পরিস্থিতি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, তেহরানের পাল্টা হুঁশিয়ারি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি নরেন্দ্র মোদী সরকার।

ভারতের বিদেশসচিবের কথায়, 'ইরানে অনেক ভারতীয় থাকেন, পড়ুয়ারা পড়াশোনার জন্য গিয়েছেন। ইরানে আমাদের দূতাবাস সেখানে থাকা প্রবাসী ভারতীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছে। সকলে ঠিকঠাক রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁরা কোনও সমস্যার সম্মুখীন হননি।'ইরানের থাকা ভারতীয়দের উদ্দেশে মিস্রির পরামর্শ, 'অযথা বাইরে বার হবেন না। কোনও অশান্তি থেকে দূরে থাকুন।'

ইরানে বিক্ষোভ তীব্রতর হতেই কড়া হাতে দমনপীড়ন শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবারই নরওয়ের সংস্থা ইরান

হিউম্যান রাইটস (আইএইচআর) জানিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত ন'জন নাবালক-সহ মোট ৬৪৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা গিয়েছে। তবে মঙ্গলবার ইরানের সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২০০০ জনের। যদিও বিভিন্ন বেসরকারি সূত্রের দাবি, সংখ্যাটা আদতে ৬০০০-এরও বেশি। চলমান বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। পাশাপাশি, বিশ্বে ইন্টারনেট পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী নেটব্লক্স জানিয়েছে, গত প্রায় চার দিন ধরে ইরানে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রায় বন্ধ। কোথাও কোথাও খুব মন্থর গতিতে পরিষেবা মিলছে। মঙ্গলবার দেশের কোনও কোনও প্রান্ত থেকে আন্তর্জাতিক ফোন করা গেলেও নেট পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। দেশজোড়া এই ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট-এর জেরে ইরানের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে তেমন কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠীর অনুমান, এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০,০০০ জনকে আটক করা হয়েছে।

নেট পরিষেবা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ইরানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কিছু ছবি এবং ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সংবাদসংস্থা এএফপি-র একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, তেহরানের দক্ষিণে একটি মর্গের বাইরে কয়েক ডজন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তার মাঝেই প্রিয়জনের খোঁজে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আত্মীয়স্বজনেরা। এই ছবি দেখে আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থা ইরানে উড়ান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৫৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Giasuddin (old name) S/o. Sk Anowar, R/o. Simulia, Dumurdaha, Balagarh, Hooghly-712515, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Giasuddin নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Giyasuddin (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Giasuddin & Sk Giyasuddin S/o. Sk Anowar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Nasimuddin.

## এফিডেভিট

আমি Shipra Roy D/o. Kalipada Roy গত ইং ১৯/০২/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Shipra Halder W/o. Israil Halder নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৩/০১/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫৩ নং এফিডেভিট বলে Shipra Halder W/o. Israil Halder ও Shipra Roy D/o. Kalipada Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Ram Chandra Seth S/o. Tulsi Seth ও Ram Ch Sett S/o. T. C. Sett সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## এফিডেভিট

গত ০২/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Manika Majumdar W/o. Subhas Majumdar সাং পুরাতনপোতা, কাঁটাপুকুর, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Rohini Majumdar) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1023, Certificte No. B/2025/1005192, dt. 17/09/2015), আমার সঠিক নাম Manika Majumdar-এর পরিবর্তে Monika Majumdar লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Manika Majumdar ও Monika Majumdar W/o. Subhas Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Banerjee S/o. Sudhir Chandra Banerjee ও Abhijit Banerjee S/o. S. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santosh Pal ও Santosh Saratchandra Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Somesh Ghosh S/o. Gopal Chandra Ghosh ও Soumesh Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

আমি মামালা বিশ্বাস, স্বামী- নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, বাসিন্দা রাজা রোড, কৃষ্ণনগর নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা জানাচ্ছি যে আমি আমার নাম পরিবর্তন করে "মমতা বিশ্বাস" করেছি এবং ভবিষ্যতে সর্বত্র "মমতা বিশ্বাস" নামে পরিচিত হব। ৬/১/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে।

## নাম-পদবী

আমি ইসমা খাতুন, স্বামী- রেজাউল ঘরামী, গ্রাম- গোখুরাপোতা, পোঃ- চারাতলা, চাপড়া-নদীয়া, আমার আসল নাম Isma Khatun যেটি আমার আধার কার্ডে আছে। আমার পুত্র ইনামুল ঘরামীর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে Ismatara Khatun Gharami ইংরাজী ২৩/১২/২০২৫ কৃষ্ণনগর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Isma Khatun ও Ismatara Khatun Gharami উভয়েই একই ব্যক্তি হলাম। আসল নাম Isma Khatun.

## এফিডেভিট

গত ০৩/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৯৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Bikash Puley S/o. Late Subol Puley R/o. Khatni, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার আধার কার্ডে (xxxx xxxx 1373), আমার কন্যার সঠিক নাম Radhesri Puley D/o. Bikash Puley-এর পরিবর্তে Bipasa Hazra D/o. Bikash Puley লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার কন্যা Radhesri Puley D/o. Bikash Puley ও Bipasa Hazra D/o. Bikash Puley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

## এফিডেভিট

গত ১৩/০১/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Mita Das W/o. Late Niranjan Das, R/o. Jirat, P.O. Jirat, P.S. Balagarh, Dist. Hooghly, Pin-712501, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি ও আমার স্বামীর যৌথ নামীয় S.B.I. ব্যাঙ্কের শেয়ার সার্টিফিকেটে (Being No. xxxxxx169 & xxxxxx170 dated 22/11/2024) আমার সঠিক নাম Mita Das W/o. Niranjan Das-এর পরিবর্তে Sima Das W/o. Niranjan Das লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Mita Das W/o. Niranjan Das & Sima Das W/o. Niranjan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## AFFIDAVIT

আমি Saraswati Mandal স্বামী- Nemai Mandal ঠিকানা গ্রাম-খিরিশবেড়িয়া, পোঃ- মোল্লাহাট, থানা-শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া মহামান্য ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট (নং J/386, dated -03/01/2026) মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম- Saraswati Mondal, যা আমার নতুন ভোটার কার্ড (নং-WB/25/172/42314) এবং আধার কার্ড (নং-507708474456), রেশন কার্ড (নং-SPHH 38960617)তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার পুরাতন ভোটার কার্ড (নং -WB/25/172/423124) তে আমার নাম BASANTI MONDAL রয়েছে। এবং SIR লিষ্টে ও BASANTI MONDAL এসেছে। আমি ঘোষণা করছি যে, SARASWATI MONDAL এবং BASANTI MONDAL এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। বিঃ দ্রঃ -ভুল তথ্য দিলে আমি U/S 229 BNS তে দায়বদ্ধ থাকবো।

I, Mili Mete, D/O- Kanu Mete residing at Dekuri, PO- Hedogoce, PS- Ausgram, Dist- Purba Bardhaman do hereby declare that I have changed my religion Hindu to Islam affidavit 147, before Notary public at Domkal. Mili Khatun (New Name) & Mili Mete (Old Name) is same and one identical person.

I, Kaustav Ghosh, S/O- Malay Kumar Ghosh at Sekantapally, PO- Balagarh, PS- Chinsurah, Dist- Hooghly do hereby declare that I have changed my religion Hindu to Islam affidavit 124, Before Notary public at Domkal. That Muhammad Billal Mirza (New Name) & Kaustav Ghosh (Old Name) is same person.

I, Subarati Sk [illegible] S/O- Kajjal Sk at Sinkapur, PO- Khaira, PS- Islampur, Dist-Murshidabad. That my actual Subarati Sk [illegible] which is recorded in my Aadhaar card. That in my son namely Sahin Sk birth certificate my name has been recorded Serajul Sk and my voter card my name written as Subrati Sk. Swearing affidavit 11 before Notary public at Lalbagh. Subarati Sk [illegible] & Subrati Sk & Serajul Sk is same and one identical person.

I, Khadija Bibi, W/O- [illegible] [illegible] That my actual name Khadija Bibi recorded in my Voter & Aadhaar card. That my name has been written [illegible] Birth Certificate & also WBBSE Admit Card. That on 05.12.2025 I changed my religion Hindu to Islam. That I swearing affidavit 138, before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore Khadija Bibi & [illegible] is same and one identical person.

## বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় অ্যাডিশনাল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), হুগলী
টি. এস. নং- ২৭৭/২০২৪
বাদী- শ্রী সুকুমার দাস
- বনাম -
বিবাদী- শ্রী অভিজিৎ মুখার্জী দীং

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **শ্রী সুকুমার দাস**, পিতা-স্বর্গীয় গোবিন্দ দাস, সাং- কমলপুর, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০২, জেলা- হুগলী, থানা- ধনিয়াখালী, মৌজা- সিমলা, জে এল নং - ১০৪, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৬/২, এল আর দাগ নং ১০০৪, ভিটি জমির পরিমাণ ১০ শতক সম্পত্তির স্বত্ব সাব্যস্ত মতে নিষেধাজ্ঞা ও হুগলী ডি.এস.আর অফিসে ইংরাজির ০৮/১১/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৭৪১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা ১ নং বহির ৬০২-২০২৩ নং ভলিউমের ৭৫৩০৯ হইতে ৭৫৩২০ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ এবং হুগলীর ধনীয়াখালী জয়েন্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ইংরাজির ২৩/০৭/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৬৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা ১ নং বহির-০৬১৩-২০২৪ নং ভলিউমের ৪৯৯১৬ হইতে ৪৯৯২৬ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ উভয় দলিলের বাতিলের প্রার্থনা ও অন্যান্য প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া **শ্রী অভিজিৎ মুখার্জী**, পিতা- শ্রী অমিত মুখার্জী, সাং- গোয়ালটুলী, পো: ও থানা -চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০১ এবং অন্যান্য বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে ২০২৪ সালে ২৭৭ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত বিবাদীর সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বক্তব্য থাকলে নিজে অথবা তাহার নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মোকর্দ্দমায় বক্তব্য দাখিল করিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী অন্তে আদেশ প্রচারিত হইবে।

**বাদীর পক্ষে**
**কিশোর মন্ডল (উকিলবাবু)**

আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
অ্যাডিশনাল সিভিল জজ
(সিনিয়র ডিভিশন), হুগলী, ০৯/০১/২৬

## পাবলিক নোটিশ

সকলের কাছে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল **শ্রী সুকুমার অধিকারী** পুত্র প্রয়াত শ্রী সুধারাম অধিকারী নিম্নলিখিত মূল দলিল/পত্র হারিয়ে ফেলেছেন: ১] সমস্ত আবাসিক জমি এবং অবস্থিত দাগ নং ৮৬৩, ১৬ ডেসিমাল, গ্রাম ও মৌজা সোনামুই, ব্লক দাসপুর ২, থানা দাসপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬২৮-এ অবস্থিত এবং ১৯৮৭ সালের **দানপত্র দলিল নং ৬৬৬৮** অনুসারে, বুক নং ১, খণ্ড নং ১২৩, পৃষ্ঠা ১৮৪ থেকে ১৮৮ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ এবং ১৯-১০-১৯৮৭ তারিখে দাসপুরে সাব-রেজিস্ট্রার ঘাটালের অফিসে নিবন্ধিত, প্রয়াত **শ্রীমতী কিশোরী বালা অধিকারী** স্ত্রী **প্রয়াত শ্রী সুধারাম অধিকারী** দান করে ছিলেন। আমার মক্কেল পশ্চিমবঙ্গের **মহেশতলা কলকাতা থানায় ৮ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি (নং ৩৩১)** দায়ের করেছেন। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থের দাবি থাকা যেকোনো ব্যক্তি/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১০ দিনের মধ্যে প্রমাণ সহ আমাকে অবহিত করতে বলা হচ্ছে; অন্যথায়, ধরে নেওয়া হবে যে কারও কোনও দাবি নেই এবং এরপর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
আরও যদি কেউ বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হারানো দলিল খুঁজে পান বা হারানো দলিল সম্পর্কে অবগত থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে তা হস্তান্তর করুন অথবা ১০ দিনের মধ্যে নীচে প্রদত্ত ঠিকানায় বা আমার মোবাইল নম্বরে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।

**শম্ভু মাহাতো (অ্যাডভোকেট)**
হাই কোর্ট, কলকাতা, Mob: 9830041484
Enrolment No. WB/1094/2007

## NOTICE

My client **Smt. Sarita Devi**, W/o Sri Sarvan Prasad, purchased one Danga land property, measuring area of land about 01 Katha, 01 Chittaks, being plot no. 01, comprised at Mouja Dirghanga, JL No.4, Sheet No. 1, R. S. Dag no. 493 & L R Dag No. 524 under L R Khatian No. 86 [08 Chittaks, 37 Sft] and L R Khatian No. 14678 [08 Chittaks, 08 Sft], PS & ADSRO-Serampore, District-Hooghly, WB, vide a Registered Deed of Sale at ADSRO Serampore, recorded in Book No. 1, Volume No 0605-2024, Pages Nos 167121 to 167138, **Being No. 060505059 for the year 2024** from **(1) Subhash Chandra Saha**, S/o Sri Jawharlal Saha & **(2) Smt. Maya Devi Shaw**, W/o Sri Jitendra Shaw, both represented by their jointly appointed Constituted Attorney **Sri Manoj Ghosh**, Son of Late Bansi Ghosh, by virtue of a Registered General Power of Attorney, duly registered at ADSRO Serampore, recorded in Book No. I, Volume No. 0605-2022, Pages No. from 8525 to 8541, **Being No. 060507021 for the year 2021**.

**A.K. Sinha, Advocate**
**Serampore Court, Hooghly**

## NOTICE

My client **Smt Karuna Devi**, D/o Bakhuri Ram, purchased one Danga Land property. measuring about 01 Katha, 04 Chittaks, being plot no. 47, comprised at Mouja Dirghanga, JL No. 4, Sheet No. 1, R. S. Dag no. 493 R S Khatian 1425 corresponding to L R Dag No. 524 under L R Khatian No. 86, PS & ADSRO-Serampore, District-Hooghly, WB, vide a Registered Deed of Sale at ADSRO Serampore, recorded in Book No. 1, Volume No 0605-2024, Pages Nos 36509 to 36525, **Being No. 060501035 for the year 2024**, from **(1) Sri Subhash Chandra Saha**, S/o Sri Jawharlal Saha and **(2) Smt. Maya Devi Shaw**, W/o Jitendra Shaw, both represented by their jointly appointed Constituted Attorney **Sri Manoj Ghosh**, S/o Late Bansi Ghosh, by way of a Registered General Power of attorney which has recorded in Book no. 1, Volume No. 0605-2022, pages from 8525 to 8541, **being Deed no. 060507021, for the year 2021** before ADSRO Serampore.

**A.K. Sinha, Advocate**
**Serampore Court, Hooghly**






## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৪ ই জানুয়ারি, বুধ বার, ২৯ ই পৌষ। একাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

**বৃষ রাশি :** সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

**মিথুন রাশি :** অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

**কর্কট রাশি :** শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

**তুলা রাশি :** আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

**ধনু রাশি :** অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

**মকর রাশি :** আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

**কুম্ভ রাশি :** খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মীন রাশি :** শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

**(পৌষ পার্বণ। মকর সংক্রান্তি। শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুর র সিদ্ধিলাভ দিবস। গঙ্গা সাগর স্নান। কপিল মুনি আশ্রম।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
**রেখা দাস,** নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
**অমিত কুমার দাস,** ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
**মৃণালজিৎ গোস্বামী,** সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
**প্রঃ- পরিতোষ দাস,** কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
**প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল,** নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

**A2Advantage Ad Agency,**
**শেফালী আচার্য্য,** বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
**অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট,** ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

# ব্যারাকপুরে ভুয়ো ভোটার বাতিলের তালিকা জমা নিতে অস্বীকার ইআরওর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** এসআইআর প্রক্রিয়ার পরও ব্যারাকপুরে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ও ভুতুড়ে ভোটারের নাম বাদ যায়নি। অভিযোগ, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। মঙ্গলবার ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা দিতে আসেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং এবং বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ। অভিযোগ, ইলেক্টরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অর্থাৎ ইআরও ভুয়ো ভোটারের সপক্ষে নথিপত্র জমা নিতে অস্বীকার করেন। এতেই বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিধায়ক পবন সিং এবং জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ-সহ দলীয় কার্যকর্তারা।



ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২৬ হাজারের বেশি ভুয়ো ভোটার এখনও রয়ে গিয়েছে। ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার জন্য নথিপত্র জমা দিতে তাঁরা ইআরও-র কাছে এসেছিলেন। কিন্তু উনি ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা নিতে অস্বীকার করেছেন। পবনের দাবি, মৃত ভোটার ছাড়াও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নামও ভোটার তালিকায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। অপরদিকে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, ব্যারাকপুরে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ১১ হাজার। তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো ভোটারের তালিকা ইলেক্টরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের কাছে তাঁরা দাখিল করতে এসেছিলেন। কিন্তু উনি তা নিতে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে তাঁরা ঊর্ধ্বতন অফিসারের শরণাপন্ন হবেন।



*শুরু হল ১৪তম বেহালা ক্লাসিক্যাল ফেস্টিভ্যাল আয়োজনে বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনী। নিবেদনে সেনকো গোল্ড। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব মুরাল ভাই, বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, পৌরপিতা রূপক গঙ্গোপাধ্যায়, এমআইসি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সেনকো গোল্ডের কর্ণধার রঞ্জনা সেন প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান চলবে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে।*

# এখনও লক্ষ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া নিয়ে যতই 'নিখুঁত পরিকল্পনার' দাবি করুক নির্বাচন কমিশন, মাঠের বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথাই বলছে। কমিশনের নিজস্ব 'নোটিস ও হিয়ারিং রিপোর্টে' প্রকাশিত জেলা-ভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এখনও লক্ষ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ আদৌ কতটা সম্ভব, তা নিয়েই বাড়ছে প্রশ্ন।

নথি অনুযায়ী, রাজ্যে এখনও ৬৫ লক্ষের বেশি নোটিস তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার অর্ধেকেরও কম নোটিস ভোটারদের হাতে পৌঁছেছে। প্রায় ৩৩ লক্ষ নোটিস এখনও ডেলিভারির অপেক্ষায়। অর্থাৎ বহু ভোটার এখনও জানতেই পারেননি, তাঁদের নাম নিয়ে আপত্তি উঠেছে কি না, কিংবা শুনানির ডাক আসছে কি না। শুনানির ক্ষেত্রেও একই ছবি। এক কোটির বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকার লক্ষ্য স্থির করা হলেও এখনও পর্যন্ত ৯ লক্ষের কিছু বেশি শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ বাকি রয়ে গিয়েছে পাহাড়প্রমাণ কাজ। জেলার পর জেলায় পেন্ডেন্সির বোঝা চোখে পড়ার মতো। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার মতো বড় জেলায় নোটিস পৌঁছনো ও শুনানি;দু'দিকেই বড় ফাঁক রয়ে গিয়েছে।

এ অবস্থায় কমিশন অতিরিক্ত মাইক্রো অবজারভার নামানো এবং শুনানি কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক মহলের মতে, এত দেরিতে লোকবল বাড়িয়েও সময়মতো সমস্ত শুনানি সম্পূর্ণ করা কার্যত অসম্ভব। কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। অথচ এখনও অর্ধেকেরও বেশি শুনানি বাকি থাকায়, প্রকৃত শুনানি ছাড়াই বহু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ফলে প্রশ্ন উঠছে, এসআইআর কি আদৌ 'সংশোধনী' প্রক্রিয়া, নাকি সময়ের চাপে নাম বাদ দেওয়ার এক তড়িঘড়ি অভিযানে পরিণত হচ্ছে? কমিশনের নিজের রিপোর্টই সেই সন্দেহকে আরও জোরালো করল বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ।



*স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে আর্তমানবতার সেবা। ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র বিতরণ করল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক দাস এবং ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস এসটি, এসসি, ওবিসি সেলের সভাপতি কৌস্তুভ ওঝা ও স্থানীয় বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।*



*পুরপিতা ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের আয়োজনে শোভাযাত্রা থেকে রক্তদান। দিনভর নানান কর্মসূচি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে। উপস্থিত ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস।*

# ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে দিদি ভাতা দিয়ে বাংলার নারী শক্তিকে খুশি রাখতে চাইছেন: পবন



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে দিদি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র নামে ভাতা দিয়ে বাংলার নারী শক্তিকে খুশি রাখতে চাইছেন। মঙ্গলবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়ার রথতলায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং। এদিন তিনি বলেন, মা-বোনদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দিদি নিজের পকেট থেকে ওই টাকা দিচ্ছেন না। আপনাদের করের টাকা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না দিয়ে কলকারখানা গড়ে উঠলে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হত। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, শিল্পাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ধুঁকছে জুটশিল্পও। অথচ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের কোনও হেলদোল নেই। বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস বলেন, গোটা সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে। এমনকী, তৃণমূলের কর্মীরাও টাকা পায়নি। শিক্ষকদের রাস্তায় ফেলে পেটানো হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সুদীপ্ত বলেন, সরকারি স্কুলগুলো ধুঁকছে। বেসরকারি স্কুলের রমরমা কারবার চলছে। তাঁর কথায়, সরকারি হাসপাতালগুলো বেহাল দশায় পরিণত। অথচ সেবাশ্রয় শিবির নিয়ে নাটক চলছে। প্রসঙ্গত, কাঁকিনাড়ার রথতলার ব্রিজের নীচে শিব মন্দিরের কাছে বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন সংকল্প সভার পাশাপাশি অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহনপ্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজ কুমার সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রমোদ সিং ও পল্লবী কুণ্ডু, রাকেশ সিং, উমেশ রায়, রত্নেশ্বর দাস প্রমুখ।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২৯ পৌষ ১৪৩২ বুধবার

# ‘মৃত ভোটার-বাতিল নামের ছাপ্পা সংকট, মুখ্যমন্ত্রী ভয়ে কাঁপছেন’

## মুখ্যমন্ত্রীর ‘গঙ্গাসাগর সেতু’ ভোটের রাজনীতি: সুকান্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক চিঠি প্রসঙ্গে সরাসরি আক্রমণ করলেন। তিনি মন্তব্য করেন, মুখ্যমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন, কারণ ইতিমধ্যেই ৪৮ লক্ষ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। যাদের মধ্যে শুধুমাত্র মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার রয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাতিল হওয়া এই বিপুল সংখ্যার ভোটের তুলনায় তৃণমূলের জেতা একশোটি আসনের জয়লাভের মার্জিনও কম।

তিনি আরও বলেন, স্বাভাবিক ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্কিত। তিনি জানেন না, তাঁর দলীয় চেলারা কত ‘ছাপ্পা ভোট’ দিয়েছে। যদি এই প্যাটার্ন অনুযায়ী ভোট হয়, মানুষের আসল রায় উল্টো দিকে ধাবিত হবে। আর এবারও যদি একইভাবে ভোটগ্রহণ হয়, তৃণমূলের জয় ঝুঁকির মুখে পড়বে। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী কাঁপছেন।

সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, এই ভয়াবহ সংখ্যা এবং ভোটে অনিয়মের সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে পারে। কেন্দ্রীয় নেতার কথায়, নির্বাচনী ফলাফলের প্যাটার্ন অনুযায়ী যদি ভোটাররা এবারও তাদের প্রাধান্য না-কমান, মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান এবং ভবিষ্যত রাজনীতিই বিপদে পড়ে যাবে।

এই মন্তব্য রাজনীতির জটিল পরিবেশের একটি খোলস ফাটিয়ে দিয়েছে। ভোটার তালিকার ব্যাপক পরিবর্তন এবং ‘ছাপ্পা ভোট’ নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ভবিষ্যত ক্ষমতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে পৌঁছে পূর্ণ স্নান ও বিজেপি ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি লট নম্বর এইটের মাঠে



উপস্থিত হয়ে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ওপর তোপ দাগেন।

সুকান্ত বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যেটা গঙ্গাসাগর সেতুর কথা বলেছেন, সেটা সবই মিথ্যে। পুরোটা কেবল ভোটের রাজনীতি। ভোট হয়ে গেলে রাজ্যের মানুষ শুধুই ললিপপ দেখবে।দ তিনি আরও যোগ করেন, তআমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র পূর্ণার্থীদের সেবা এবং গঙ্গা মাতার পূণ্যার্থ। কিন্তু পুলিশ হিন্দু মেলার নিরাপত্তায় বরাবরই নিষ্ক্রিয়। তাই এই মেলার রেকর্ড সংখ্যক চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এও জানান, এখন পর্যন্ত মোট ৩০ হাজার পূর্ণার্থী এসেছে। রাজ্য প্রশাসন এই ভিড় ও নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথ ভাবে দেখছে না। পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্য একটাই, গঙ্গা মাতার পবিত্র স্নান। সুকান্তর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি মনে করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ‘প্রতিশ্রুতি’ কেবল ভোটজালে মায়াজাল। তিনি বলেন, ভোটের আগে বড় কথা, পরে বাস্তবে কিছুই হবে না। এই ধরনের নাটক শুধু জনমত বিভ্রান্ত করার জন্য।

সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্যে স্পষ্ট হচ্ছে, গঙ্গাসাগর মেলায় শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, রাজনৈতিক তৎপরতাও সমান ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

# গঙ্গাসাগরে কেন্দ্রের বরাদ্দ অধরা, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** গঙ্গাসাগর, বিশাল তীর্থোৎসব আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছলেও কেন্দ্রের বরাদ্দ বা সহায়তা আজও অধরা, এমন অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার ফের দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।



গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স-হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। আগের সরকারের সময় তীর্থযাত্রীদের ওপর যে ‘তীর্থ কর’ চাপানো হয়েছিল, ক্ষমতায় এসেই তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন মেলায় যেতে আর কোনও কর দিতে হয় না। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কপিলমুনির আশ্রম ও মেলা প্রাঙ্গণ সাজানো থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পর্যাপ্ত বাস-ভেসেল-লঞ্চ-জেটি পরিষেবা, নদীপথ ড্রেজিং, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও আলোকসজ্জা, পানীয় জল, হাসপাতাল, চিকিৎসক-নার্স-অ্যাম্বুল্যান্স, থাকার জায়গা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জরুরি হেলিকপ্টার পরিষেবা ও হেলিপ্যাড, নিরাপত্তা, সব দিকেই রাজ্য সরকার পূর্ণ নজর দিয়েছে।

এরপরেই কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘আশা রাখি, এই গুরুত্বপূর্ণ মেলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিদারুণ অবহেলা ও অমনোযোগের একদিন অবসান ঘটবে।’

# সরকারি বাস দুর্ঘটনায় জখম একাধিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার ভোরের অফিস-স্কুলের ব্যস্ত সময়ে দক্ষিণ কলকাতার তপসিয়া মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই একটি সরকারি বাস। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় কাত হয়ে পড়া বাসে আটকে পড়েন বহু যাত্রী। ঘটনায় একাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, পার্ক সার্কাস থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাওয়ার সময় তপসিয়া মোড়ে আচমকাই বিকট শব্দে উলটে যায়




বাসটি। ভিতরে তখন আতঙ্কে চিৎকার শুরু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কিন্তু বাসটি এমন ভাবে উলটে পড়ে যে সামনের দরজা দিয়ে কাউকে বের করা যাচ্ছিল না। কন্ডাক্টরও আটকে পড়েন ভিতরে।

শেষ পর্যন্ত উদ্ধারকারীরা বাসের পিছনের কাচ ভেঙে একে একে যাত্রীদের বের করেন। পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে বাসটির ফরেন্সিক পরীক্ষা হবে।

দুর্ঘটনার জেরে তপসিয়া মোড় ও ইএম বাইপাসমুখী রাস্তায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। অতিরিক্ত পুলিশ নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। তবে দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, চালকের গাফিলতি, যান্ত্রিক ত্রুটি না কি বাসের রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

# প্রতি বুথে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার দাবিতে হাইকোর্টে শমীক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) এখনও অসম্পূর্ণ। কবে বিধানসভা ভোট, তা নিয়েও ধোঁয়াশা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রায় ৮৩ হাজার পোলিং বুথের নিরাপত্তা ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার তিনি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে দাবি তুলেছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি বুথে যেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

মামলা দায়েরের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীকের কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই হিংসা। এখানে কোনও নির্বাচনই তো নিরামিষ হয় না। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও বুথের ভেতরে ভয় ও দমন-পীড়নের ছবি বারবার সামনে এসেছে। শমীকের দাবি, ‘ক্যামেরা বন্ধ করা, কাগজ লাগানো, ভেঙে দেওয়া,সবই দেখেছি। সিআরপিএফ থাকে বাইরে, কিন্তু ভোটার ঢোকার পর ভেতরে কী হয়, সেটাই আসল প্রশ্ন।’ ২০২১ সালের কলকাতা পুরভোটের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘বুথে প্রার্থী মারধর, ভাঙচুর, এমনকি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তার পরেও কার্যকর ব্যবস্থা কোথায়?’ তাঁর প্রশ্ন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন আদৌ কতটা সক্রিয়? এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও তীব্র অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি সভাপতি। শমীকের দাবি, ‘বিএলওদের ওপর ভুয়ো তথ্য আপলোডের চাপ দেওয়া হচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে;এগুলো সাধারণ বিষয় নয়।’ তিনি বলেন, ‘১১টি রাজ্যে এসআইআর চলছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এখানে নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে।’

ম্যাকিনটোস বার্ন সরে যাওয়ার পর বুথ সুরক্ষা সমীক্ষার দায়িত্ব কেন অন্য কোনও সংস্থাকে দেওয়া হয়নি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। শমীকের সাফ কথা, ‘শুধু ভোটার তালিকা সংশোধন করলেই চলবে না। মানুষ যেন ভয়মুক্ত হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করাই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। সেই লক্ষ্যেই এই মামলা।’

# অসুস্থ মালিকের লকার ভেঙে সোনা-টাকা লোপাটের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অসুস্থ এক প্রৌঢ়ের লকার ভেঙে লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি এলাকায়। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে পরিচারিকার হবু জামাই রোহন বল। মূল অভিযুক্ত পরিচারিকা নমিতা ভট্টাচার্যের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছেন ওই বৃদ্ধ। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন নমিতা। ২০২৪ সালে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে পরিবারের তরফে তাঁর ওপরেই আর্থিক লেনদেনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের কাজ থেকে হাসপাতালের বিল, সবই সামলাতেন তিনি। মালিক শুধু চেকে সই করতেন, টাকার অঙ্ক লিখে টাকা তুলতেন পরিচারিকাই। এমনকি আলমারির লকারের চাবিও ছিল তাঁর হাতেই। পুলিশের দাবি, নমিতার মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা রোহন বল বিয়ের খরচ জোগাড়ের জন্য লকার থেকে সোনা-টাকা সরানোর প্রস্তাব দেয়। প্রথমে ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হন নমিতা। অভিযোগ, প্রায় ৬৫ গ্রাম সোনার গয়না রোহনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, মালিকের সই করা চেক ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কিছুদিন পর প্রৌঢ় সুস্থ হয়ে মোবাইলে ব্যাঙ্ক মেসেজ দেখে সন্দেহ করেন। লকার খুলতেই চোখে পড়ে শূন্যতা। পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে উধাও। এরপরই থানায় অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমারের কথায়, এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ও নথির সূত্র ধরে রোহনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, সে ও তার হবু শাশুড়ি মিলেই এই ছক কষেছিল। এখন পলাতক নমিতার খোঁজে তৎপর পুলিশ।

# পৌষ সংক্রান্তিতে জাঁকিয়ে ঠান্ডা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তর, ফের শীতের দাপট বাড়ছে। রবিবার হঠাৎ করে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় খানিকটা ধাঁধায় পড়েছিলেন শহরবাসী। তবে আজকে থেকে ছবিটা দ্রুত বদলাচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, শ্রীলঙ্কা উপকূলের নিম্নচাপের প্রভাব কাটতেই উত্তুরে হাওয়া ফের সক্রিয় হয়েছে। তার জেরেই মঙ্গলবার ও বুধবার রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামবে।

আজকে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করবে। বুধবার তা আরও এক ধাক্কা খেয়ে ১০,১১ ডিগ্রিতে নামতে পারে বলেই পূর্বাভাস। পশ্চিমের জেলাগুলিতে রাতের পারদ ৭ থেকে ১০ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে। কল্যাণী, শ্রীনিকেতন, ব্যারাকপুর, বহরমপুর, সব জায়গাতেই ঠান্ডার তীব্রতা বাড়ছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বক্তব্য, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় শীতের অনুভূতি স্পষ্টভাবে বাড়বে।

মঙ্গলবার ও বুধবার, দু’দিনই ভোরে আজকে ও বুধবারের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে। বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হবে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৩ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবে। রাত নামলেই ফের কামড় বসাবে শীত। উত্তরবঙ্গে শীত যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় মঙ্গলবার ও বুধবার তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। ওপরের পাঁচ জেলায় রাতের পারদ টানা ১০ ডিগ্রির নীচে। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঘন কুয়াশা থাকবে।

# এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতায় অসুস্থ গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা রমেশ চন্দ্র (৫২) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন গঙ্গাসাগরে। পুণ্যস্নানের সময় হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে সাগরের অস্থায়ী হাসপাতালে নেওয়া হয়। শারীরিক পরিস্থিতি দেখে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন, তকলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করুন।দ এরপর তড়িঘড়ি গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, গঙ্গাসাগর মেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই তিন জন ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীকে জরুরি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। শুধুমাত্র হেলিকপ্টার নয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্র জানায়, সোমবারও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তৎপরতা দেখানোই রাজ্যের প্রস্তুতির প্রতিফলন। মেলার জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যেন সর্বদা সক্রিয় থাকে, তা নিশ্চিত করতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভিড় এবং ঠান্ডার মধ্যে এমন প্রস্তুতি পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। রাজ্যের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি পরিবহণ ব্যবস্থার এই সমন্বয়ই গঙ্গাসাগরকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পুণ্যস্নানের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।



*গঙ্গাসাগরে অদিতি সাহার তোলা ছবি।*

# বইমেলার নিরাপত্তা পরিদর্শনে তৎপর পুলিশ ও আয়োজকরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আসন্ন কলকাতা বইমেলাকে ঘিরে মঙ্গলবার করুণাময়ী মোড় সংলগ্ন মেলার মাঠে পৌঁছে পরিদর্শন করেন বিধাননগর পুলিশ, বইমেলা কর্তৃপক্ষ, বিধাননগর পুরসভা, কেএমডিএ ও দমকলের প্রতিনিধি দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তুতির সব দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং কার কতটা কাজ বাকি, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।



পরিদর্শনে সিসি ক্যামেরা ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থার পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে জোর দেওয়া হয়। স্টলগুলিতে দমকলের সরঞ্জাম রাখা হবে এবং স্টল পরিচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বেশি ভিড়কে কেন্দ্র করে নজরদারি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সুসংহত পুলিশি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে আশঙ্কা করা হয়েছে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো সম্পূর্ণ পথে চলাচল শুরু হওয়ার পর প্রথম বইমেলায় ভিড় আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই সব ধরনের নিরাপত্তা ও জরুরি প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবে নেওয়া হচ্ছে। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা হবে। পরিদর্শন শেষে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিশ্চিত করেছেন, মেলার নিরাপত্তা, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ও অগ্নি সুরক্ষা বিষয়ে কোনও ঘাটতি থাকবে না।

# টলিপাড়ার ভোটের উত্তাপ: ডিজিটাল রূপান্তর আর নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ফোরাম

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** টলিপাড়ায় নির্বাচনের আবহ শুরু হয়ে গিয়েছে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্ট ফোরামে’। সংগঠনের ঘোষণামাফিক, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। তবে তার আগে ফোরামের নতুন কর্মসূচি ও কাঠামোগত পরিবর্তন প্রকাশ্যে এসেছে, যা শিল্পীদের মধ্যে কৌতূহল বাড়াচ্ছে।

ফোরাম জানিয়েছে, এবার সব সদস্যই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রাখবেন, ন্যূনতম সাত বছরের সদস্যপদ থাকলেই প্রার্থী হতে পারবেন। তবে সভাপতি ও কার্যসভাপতি পদে বড় চমক নেই, রঞ্জিত মল্লিক ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বহাল থাকবেন। অভিনেতা জিৎ এবার প্রার্থী হবেন কি না, তা এখনও অনিশ্চিত।

নির্বাচনের পাশাপাশি ফোরাম নতুন ডিজিটাল পরিকাঠামো চালু করছে। ‘মেম্বার্স কর্নার’-এ পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সদস্যরা পোর্টফোলিও রাখতে পারবেন। কাজের খোঁজে থাকা শিল্পীদের জন্য ‘কাস্টিং কর্নারে’ বিনামূল্যে তথ্য জমা দেওয়ার সুযোগ। নতুন ধারণা ‘ই-শুটিং ডায়েরি’তে সদস্যরা প্রতিদিনের কাজের বিবরণ নিজেই নথিভুক্ত করতে পারবেন, কোনও আধিকারিকের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে না। ফোরামের ফেসবুক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মনোনয়ন জমা, প্রত্যাহার, ভোটগ্রহণ ও ফলপ্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারিত। প্রার্থীদের জন্য কড়া আচরণবিধি ও শৃঙ্খলাবিধিও জারি করা হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে, প্রশ্ন একটাই, এই নতুন পরিকল্পনা ও ডিজিটাল পরিকাঠামো কি সত্যিই কর্মহীন অভিনেতাদের জীবনে পরিবর্তন আনবে, নাকি ভোটের উত্তাপ মিটলেই সবই থেকে যাবে কাগজে-কলমে?

# বইমেলায় মেট্রোর বুথ, রাত ১০টা পর্যন্ত বিশেষ পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বইপ্রেমীদের জন্য জোড়া সুখবর। চলতি বছরের ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সুবিধার্থে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালু করছে কলকাতা মেট্রো। সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে মেলার ১ ও ২ নম্বর গেটের পাশে বসছে মেট্রোর বুথ। এখানে এসে যে কোনো ভিজিটর ইউপিআই ব্যবহার করে টিকিট কাটতে পারবে।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে বলেন, হাওড়া,শিয়ালদহ মেট্রো লাইন চালু হওয়ায় শহর ও শহরতলি দু’পাশ থেকেই বইমেলায় যাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বেড়ে যাবে, তাই মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা প্রয়োজন। সুধাংশুশেখর দে আরও জানান, গিল্ডের অনুরোধের ভিত্তিতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ বাড়তি ট্রেন চালাবে। তছুটির দিনেও এই পরিষেবা চলবে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে মেট্রো,দ তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন।

# শীত উপেক্ষা, গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীর ঢল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার ভোর থেকে গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত লাখো মানুষ গঙ্গাসাগরের পুণ্যস্নানে নিমজ্জিত হয়েছেন।

স্থানীয় প্রশাসন কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। বিশেষ ড্রোনের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে আগত জনসমাগম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারও গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে অংশ নেন। পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, গঙ্গাসাগরের ভিড় আরও বাড়তে পারে। তাই সকল জরুরি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

সকাল থেকে অসংখ্য মানুষ গঙ্গাসাগরে এসে নিজেকে পুণ্যমণ্ডিত করেছেন। প্রশাসনের নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে, যাতে কেউ ঝুঁকির মধ্যে না-পড়ে। এই দৃশ্য সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করছে।

## সম্পাদকীয়

# কেন্দ্রের তথ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোলানো বেলুন ফেটে গিয়েছে

রেলমন্ত্রী হিসেবে তৃণমূলনেত্রীর আমলেই বাংলায় রেলবিপ্লব হয়েছে। সকাল-সন্ধে এই ঢাক পেটায় তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর আমলেই নাকি পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড বরাদ্দ থেকে শুরু করে একাধিক রেল অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সে সব প্রকল্প বাস্তবায়িত করে নিজেদের কৃতিত্ব বলে চালিয়েছে মোদি সরকার। এমন অভিযোগও শোনা যায়। কিন্তু এবার সর্বসমক্ষে তথ্য প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার রেল নিয়ে মমতার ফোলানো বেলুন ফাঁটিয়ে দিয়েছে। তথ্য বলছে, রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ দাবিই অসাড় ও অতিরঞ্জিত তথ্যে ভরা। তাঁর আমলে যত কাজ হয়েছে বলে দাবি করা হয়, বাস্তব পরিসংখ্যান বলছে সবটা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে প্রায় ৮৯ হাজার কোটি টাকার রেল প্রকল্পের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এঔ তথ্য তুলে দিল্লির দাবি, অতীতের তুলনায় মোদি সরকারের জমানায় বাংলার রেল প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ তিনগুণ বেড়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৪, এই পাঁচ বছরে বাংলায় রেলের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৪, ৩৮০ কোটি টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের প্রথম ভাগে রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দীনেশ ত্রিবেদী এবং মুকুল রায় যথাক্রমে রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরিসংখ্যান বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল রেলের দায়িত্বে থাকার সময় যত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাংলার জন্য, মোদির সময় তা অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। রেলের তরফে বলা হয়েছে, মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারকে সামনে রেখে বাংলার জন্য পর্যাপ্ত রেল প্রকল্প বরাদ্দ করেছে। সামনেই ।বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই তথ্য সামনে আসতেই বেশ বেকায়দায় তৃণমূল। রেল নিয়ে তাঁদের এতদিনের সাধের প্রচার এবার ভোঁতা হতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল। সেই সঙ্গে বাংলার প্রতি মোদি সরকারের বঞ্চনার যে ফাঁটা রেকর্ড তৃণমূল বাজিয়ে চলেছে তাও এবার থামতে চলেছে। যার অর্থ মোদি সরকার এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিয়েছে। এখন এই দুই বড় অস্ত্র হাতছাড়া হওয়ায় তৃণমূল এখন কী করে সেটাই দেখার।

## শব্দছক ৪৩

রবি দাস



**পাশাপাশি:** ২. যে নারীর সাহস আছে ৫. অতিশয় শিষ্ট বা মনোহর ৭. মহাদেব ৮. গোমূত্র ৯. মাথা নিচু করে থাকা ১১. শ্রীফল ১২. পুরুষ মানুষ ১৩. ষড় রিপুর অন্যতম ১৪. সুপারি থষ. বর্তমানে যা অবলুপ্ত ১৮. শূকর ১৯. বেটার জন্মদাতা ২০. লঘু দৃষ্টিতে চোখের অলঙ্কার ২১. চমঞশিল্পে খ্যাত উত্তর প্রদেশের শহর

**ওপর-নিচ:** ১. কাজে ফাঁকি দেয় যে ২. শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ৩. সেচন ৪. গহ্বর ৬. শালগাছের নির্যাস ৭. নীহার ৯. চাষজমির বিভাজিকা ১০. কন্যা ১১. ব্যথা বা যন্ত্রনা ১৩. মৌমাছি ১৪. গোপন ১৫. বচসায় একে অপরকে হস্তাঘাত ১৬. বাধাহীন ১৭. লুঠপাট ১৮.অধীন ২০. গোপন প্রতিনিধি

**সমাধান ৪২ — পাশাপাশি:** ১. কন্টক ৩. অনভ্যাস ৪. পরিধি ৫. কাদাখোঁচা ৭. তাজা ১০. নোনা ১২. দাবদাহ ১৪. নগণ্য ১৫. অপসৃত ১৬. থামাল **ওপর-নিচ :** ১. কলকাতা ২. কপট ৩. অধিকার ৬. খোঁচানো ৮. জান্তব ৯. মেহনত ১১. নাজেহাল ১৩. অন্যথা

## আজকের দিন



- ১৭৬১ — পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে দুররানি সাম্রাজ্য (আফগান) বাহিনীর কাছে মারাঠা সাম্রাজ্য পরাজিত হয়।
- ১৯৪৩ — ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশিষ্টাংশের কৌশল পরিকল্পনা করার জন্য রুজভেল্ট এবং চার্চিল মিলিত হন।
- ১৯৬৯ — মাদ্রাজের নাম পরিবর্তন করে তামিলনাড়ু করা হয়।

## জন্মদিন



১৯২৬ *বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর জন্মদিন।*
১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সীমা বিশ্বাসের জন্মদিন।*

মহাশ্বেতা দেবী

# ঊর্ধ্ব দিকে গমন করার শিক্ষায় উত্তরায়ণ সংক্রান্তি

**রূপম চক্রবর্তী**



মকরসংক্রান্তি’ শব্দটি দিয়ে নিজ কক্ষপথ থেকে সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী ‘সংক্রান্তি’ একটি সংস্কৃত শব্দ, এর দ্বারা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ১২টি রাশি অনুযায়ী এরকম সর্বমোট ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে পৌষ সংক্রান্তি উৎসব পালন করে থাকেন। মকর সংক্রান্তিকে আরও কয়েকটা নামে ডাকা হয় যেমন- উত্তরায়ণ, সংক্রান্তি, সাকরাত, তিল সাকরাত, মাঘা, ভোগী, পোঙ্গল। পুরান ঢাকায় পৌষসংক্রান্তি সাকরাইন নামে পরিচিত। শুভ কাজগুলি এদিন থেকেই শুরু হয়। আবার নতুন ফসল তোলার উৎসবই মকর সংক্রান্তি। এদিনে দক্ষিণায়ন শেষে সূর্যের উত্তরায়ণ পালিত হয়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশ্ববিখ্যাত বীর, মহাপ্রাজ্ঞ, সর্বত্যাগী ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ভীষ্মের মহাপ্রয়াণের স্মৃতির জন্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আরও মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষের চারজন সেনাপতির মধ্যে তিনিই প্রথম সেনাপতি। উভয় পক্ষের আঠারদিন যুদ্ধের দশম দিবসে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্মদেব রথ থেকে মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু তিনি মাটি স্পর্শ না করে আটান্ন দিন তীক্ষ্ণ শরশয্যায় শুয়ে উত্তরায়ণের অপেক্ষা করে পৌষ সংক্রান্তির দিনে যোগবলে দেহত্যাগ করেছেন। বিদ্যাশিক্ষার বিচারে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেমন একজন মহারথী ছিলেন তেমনি সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং দক্ষ রাজনীতিবিদ। কৌরব এবং পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তিনি সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মযুদ্ধে কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতি থাকাকালীন দুই শিবিরের সংঘাত কম রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি শরশয্যায় মৃত্যুমুখেও তিনি উভয়পক্ষকে যুদ্ধরতদের উপদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ অন্তে শরশয্যায় থাকাকালীন যুধিষ্ঠিরকে রাষ্ট্রনায়কত্ব এবং রাজচিত কার্য সম্পর্কে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন।

পিতামহ ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি জ্ঞাত ছিলেন মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করবেন। যেহেতু মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ অর্থাৎ দেবলোকে দিন এবং শ্রাবণ মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ছয় মাস দক্ষিনায়ণ অর্থাৎ দেবলোকে রাত্রি। দক্ষিনায়ণে দেবলোকের দ্বার বন্ধ থাকার কারণে প্রবেশ করা যায় না। তাই পিতামহ ভীষ্মদেব ভাবলেন এই মুহুর্থে দেহত্যাগ করলে দেবলোকে প্রবেশ করা যাবে না। অন্ধকারে দেবলোকের দ্বারপ্রান্তে একাকি বসে থাকতে হবে। পক্ষান্তরে ইহলোকে অবস্থান করলে অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে। ধর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যাবে, ভাগ্যক্রমে হয়তো বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। তাই পিতামহ ভীষ্মদেব দেহত্যাগের উদ্দ্যেশে শুভ উত্তরায়ণ সংক্রান্তির অপেক্ষা করিতে থাকেন। পিতামহ ভীষ্মদেব শরশয্যায় থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান। অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত ধর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আর্য সম্প্রদায়ের উদ্দ্যেশে বলে যান তিনি নিঃসন্তান, তাই আর্য-সম্প্রদায় তাঁহার অন্তেষ্ট্রিক্রিয়া সহ অন্যান্য পরলৌকিক ক্রিয়াকর্ম পালন করতে। তিনি আশীর্বাদ করে যান এতে জগৎবাসী ও পিতৃপুরুষগনের কল্যান হবে। দীর্ঘ ৫৮ দিন শরশয্যায় অবস্থানের পর অবশেষে উত্তরায়ণ বা পৌষ সংক্রান্তির নিশান্তে পিতামহ ভীষ্মদেব যোগবলে দেহত্যাগ করে দেবলোকে গমন করেন।

সকল মানুষের জন্যে ভীষ্মদেব ৯টি উপদেশ দিয়েছেন যেগুলো আমাদের জীবনে খুব প্রয়োজন। তিনি বলেছেন,

১। ক্রোধ না করা ২। মিথ্যা কথা না বলা ৩। সম্পদ সমভাবে বন্টন করা ৪। ক্ষমা করা ৫। কেবল বিবাহিত পত্নীর দ্বারাই সন্তান উৎপাদন করা ৬। দেহে ও মনে শুদ্ধ হওয়া ৭। কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন না হওয়া ৮। সরল হওয়া ৯। আশ্রিত অথবা অধীনস্তদের পালন করা । তাছাড়া ভীষ্মদেব আরো কিছু উপদেশ দিয়েছেন ১। ক্রোধ থেকে মুক্ত হবার জন্য ক্ষমা করতে শিখতে হবে। ২। অবৈধ বাসনাসমূহ থেকে মুক্ত হবার জন্য ভবিষৎ পরিকল্পনা করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে । ৩। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা ঘুমকে জয় করা যায় আ৪। সহনশীলতার দ্বারা কেউ বাসনাসমূহ এবং বিদ্বেষকে জয় করা যায়। ৫। নিয়ন্ত্রিত আহারের দ্বারা কেউ বিভিন্ন রোগের উপদ্রব পরিহার করতে পারবে। ৬। আত্ম-সংযমের দ্বারা মিথ্যা আশা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ৭। অপ্রত্যাশিত সঙ্গ পরিহার করে অর্থ বাচানো যায়। ৮। যোগ অনুশীলনের দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জয় করা যায় । ৯। জগতের অনিত্যতার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ফলে বিষয়-তৃষ্ণা নিবারন করা যায় ।১০। ভোরে শয্যা ত্যাগ করার দ্বারা বিহ্বলতা জয় করা যায় । ১১। তথ্য নির্ধারনের মাধ্যমে মিথ্যা তর্ক জয় করা যায় । ১২। গাম্ভীর্য এবং মৌনতার দ্বারা বাচালতা পরিহার করা যায় । ১৩। শৌর্যের দ্বারা ভয় পরিহার করা যায় । ১৪। আত্ম অনুশীলনের ফলে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায় ।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই ছয় মাস উত্তরায়ন কাল এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন কাল।

পৌষ মাসের শেষ দিনে সূর্য উত্তরায়ণের দিকে যাত্রা শুরু করে বলে এই সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিও বলা হয়। শাস্ত্রমতে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন-রাতের সমান অর্থাৎ মানুষের উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি দিন ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস দেবতাদের একটি রাত। রাত্রে মানুষ যেমন সকল দরজা-জানালা, প্রধান ফটক ইত্যাদি বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন, তেমনি দেবতাগণও রাত্রে অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে সবকিছু বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এসময় বাহির থেকে প্রবেশ করার সুযোগ নেই, অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে দেবলোক পুরোপুরি বন্ধ থাকে। আবার দেবগণের রাত পৌষ সংক্রান্তির দিন শেষ হয় বলে পরবর্তী উদয়ের ব্রহ্মমুহূর্ত থেকে দেবগণের দিবা শুরু হয়। উক্ত সময়ে স্বর্গবাসী ও দেবলোকের সকলেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং নিত্য ভগবৎ সেবা মূলক ক্রিয়াদি শুরু হতে থাকে। এই জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান, নামযজ্ঞ, গীতাপাঠ, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটিকে আনন্দময় করে তোলেন।

কথিত আছে সূর্য এদিন নিজের ছেলে মকর রাশির অধিপতি শনির বাড়ি এক মাসের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাছাড়াও শোনা যায় এই বিশেষ দিনে দেবতাদের সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। অসুরদের বধ করে তাদের কাটা মুন্ডু পুঁতে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরা পর্বতে। সেজন্যেই অশুভ শক্তির বিনাশ হয়ে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এইদিনে, বলেই বিশ্বাস করেন সকলে। স্মৃতিচিন্তামণি গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- তদ্দিনসংক্রমণে কৃৎস্নং দিনং পুণ্যম। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত কথা ‘পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস’ কে সামনে রেখেই আয়োজিত হয় পৌষপার্বন। নতুন ধান উঠে এই সময় তা কৃষকদের আঙিনা সাজিয়ে দেয়। মাটি নিকিয়ে দেওয়া গ্রাম বাংলার বহু ঘরের উঠোনে এই সময় ঢেঁকি সিঁদুরে রাঙানো হয়। তুলসী মন্দিরে আঁকা থাকে ‘নেড়া নেড়ি’র ছবি। বাড়িতে সাড়ম্বরে তৈরি হয় পিঠেপুলি। চালের গুঁড়ি দিয়ে আঁকা হয় আল্পনা। আর চলে ‘আউনি বাউনি’র ছড়া।

জীবের প্রকৃত ঠিকানা ভগবৎধাম। ভগবৎধামে অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত মাধুর্য, অনন্ত সুখ ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দই কেবল আস্বাদন করে থাকেন। মানুষ যা করতে পারে না দেবগণ তা অতি সহজে করতে পারেন। তাই উত্তরায়ণ পদার্পণের শুভক্ষণে এবং দেবগণ জাগ্রত হওয়ার পূণ্যলগ্ন ব্রহ্মমুহূর্তে স্নানসমাপন পূর্বক আহ্নিক ক্রিয়াদি শেষে ফুল-তুলসি, সাধ্যমত প্রসাদি নিবেদন পূর্বক যজ্ঞ, পূজা, প্রার্থনা, অতিথিসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবৎধামে যাওয়ার সুকীর্তিটুকু অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। কারণ জীবের প্রকৃত ঠিকানা ভগবৎধাম। উত্তরায়ণের প্রাক্কালে দেবগণের বিশুদ্ধ ও নির্মলচিত্ত থাকা অবস্থায় কায়মনবাক্যে প্রার্থনার বিধান হয়ত আর্য ঋষিগণ রেখে গেছেন, যাতে সহজে দেবগণের মন বিগলিত হয়ে তাঁদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায়। কারণ দেবগণের নিদ্রার সময় অপেক্ষা জাগ্রত অবস্থায় পূজা, পার্বন ও তাদের উদ্দেশ্যে কর্মাদি করা উত্তম। এসকল কারণেই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি সনাতনী সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

পৌষপার্বন ঘিরে বাঙালি সংস্কৃতিতে আষ্টেপিষ্টে কী কী জড়িয়ে রয়েছে। হিন্দু উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল মকর সংক্রান্তি। সব পার্বণের মধ্যে এটি সবচেয়ে শুভ উৎসব, এমনটাও অনেকে বিশ্বাস করেন। তাই প্রতিবছরেই মহা আড়ম্বরে পালিত হয় মকর সংক্রান্তির তিথি। এই তিথিতে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে। তাই ভগবান সূর্যকে উৎসর্গ করে এই বিশেষ পুজো করা হয়। একইসঙ্গে এই তিথি থেকে শুরু হয় ফসল কাটার মরসুম। প্রতি মৌসুমে এই দিনে নতুন ফসলের পুজো হয়। আনন্দে মেতে ওঠে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন। বাংলা মাস অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিনটিতে এই উৎসব পালন করা হয়। শুধু বাংলায় বাঙালিরাই নন, আমাদের দেশের নানা প্রান্তে এই দিনটিকে নানা ভাবে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সঙ্গে পালন করা হয়। যে কোনও উৎসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে মানুষের মিলনের আনন্দ বার্তা। আত্মীয়-পরিজনের আগমনে উৎসব পূর্ণতা লাভ করে।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পিতৃপুরুষ ও বাস্তুদেবতার জন্য তিল কিংবা খেজুর গুড় দিয়ে তিলুয়া তৈরি করত। নতুন চালে তৈরি করা পিঠার অর্ঘ্য দান করত। এ কারণে পৌষ সংক্রান্তির আরেক নাম তিলুয়া সংক্রান্তি বা পিঠা সংক্রান্তি। এ দিন বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু-কিশোররা বাস্তুর গান, কুলাইর ছড়া, হোলবোলের গান, বাঘাইর বয়াত গেয়ে চাল ও অর্থ সংগ্রহ করে পৌষপালা, বনভোজন ইত্যাদির আয়োজন করে। একই দিন দধি সংক্রান্তির ব্রতের শুরু হয়। এই ব্রতে প্রতি সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীনারায়ণকে দধি দ্বারা স্নান করিয়ে ব্রাহ্মণকে দধি ও ভোজদান করা হয়। তাই বলে পৌষ সংক্রান্তিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিশেষ সুযোগ নেই। লেখক যতীন সরকারের মতে, কারও কারও মনে হতে পারে, পৌষ সংক্রান্তি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বৈ কিছু নয়। বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। আবহমান কাল থেকেই বাংলায় ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’ নীতি। ফলে পৌষ সংক্রান্তিও বাঙালীর প্রতি ঘরে উদযাপিত হয়ে আসছে।

পৌষের সংক্রান্তির কথা উঠলেই ভেসে ওঠে পিঠে, পুলি, পায়েসের কথা। লিখলেন কামদেব গোস্বামী সংক্রান্তি বা মকরসংক্রান্তি একটা ফসলী উৎসব, যা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় পালিত হয়। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তি, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, গুজরাতে উত্তরায়ণ, অসমে ভোগালি বিহু, কর্নাটকে মকর সংক্রমণ, কাশ্মীরে শায়েন-ক্রাত;এমন নানা নামে এই একই উৎসব পালন করা হয়। মকর সংক্রান্তিকে ঘিরে উৎসব আক্ষরিক অর্থেই একটি সর্বভারতীয় উৎসব। পৌষ সংক্রান্তিতে নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় স্নিগ্ধ সবুজ গ্রাম। শহরের ব্যস্ত জীবনেও দোকানে দোকানে সেজে উঠা তিল, কদমা, প্যাকেটের চালের গুঁড়োর প্যাকেট, ঝোলা গুড়ের হাঁড়ি জানান দেয় চলে এসেছে পৌষ সংক্রান্তি। হালে পিঠে থেকে পায়েস সবই সহজলভ্য নির্দিষ্ট দোকানে। তবে শহরেও বেশ কিছু পরিবার আজও সমান আন্তরিকতার সঙ্গে এবং নানা আয়োজনে পালন করে পৌষ সংক্রান্তির উৎসব। বাড়িতেই তৈরি করেন পিঠে-পুলি। সবুজ শ্যামল গাঁয়ের বাড়ির বিরাট উঠোনে জায়া, জননীরা নানা রঙের আলপনা এঁকে ধান, দূর্বায় পুজো সারেন। ঘরের আসনে তিল-কদমায় ঠাকুর সেবা-সহ আরও নানা আয়োজন হয়ে থাকে পৌষ সংক্রান্তিতে।

এছাড়াও পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মেলা হয়। বীরভূমের কেন্দুলি গ্রামে এ দিনটি জয়দেবের মেলা হয়। বাউল গান এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এদিনই টুসু উৎসব বা মকর পরবে মেতে ওঠেন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ। নাচে গানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন তারা। টুসু বা মকর উপলক্ষ্যে এলাকায় একাধিক মেলাও বসে। যার অন্যতম পোরকুলের মেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে প্রত্যেক বছর আয়োজন হয় গঙ্গাসাগর মেলার। কপিল মুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে পুণ্যস্নান ও বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গায় পবিত্র স্থান করতে সেখানে দূর দূর থেকে আসেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাথে পৌষ সংক্রান্তি এমন ভাবেই মিশে আছে যা কখনো হারিয়ে যাবেনা।

# হিন্দুদের শাহি স্নানে পুণ্যার্জন মানেই গঙ্গাসাগর

**প্রদীপ মারিক**



মকর সংক্রান্তির শুভ সময়ে প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলা উদযাপিত হয়। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, সংক্রান্তি হল সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরের সময়কাল। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, মকর সংক্রান্তি শুরু হয় যখন সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের এই স্থানান্তরের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ মকর হল শনির ঘর এবং শনি হলেন সূর্যদেবের পুত্র। সূর্যদেব এবং শনি দুজনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু মকর সংক্রান্তির সময়, সূর্য নিজের ছেলের প্রতি রাগ ভুলে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিস্তার করে। সেই কারণেই মকর সংক্রান্তির এই সময়কালকে শুভ সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। গঙ্গাসাগর শুধুমাত্র তীর্থস্থান নয়, গঙ্গাসাগর আবেগ, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের এক মহামিলন স্থল যেখানে অগনিত কাল ধরে মানুষ বিশ্বাস ও ভক্তির উৎসব উদযাপন করে। প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিশে রয়েছে, মকর সংক্রান্তির সময় অনুষ্ঠিত গঙ্গাসাগর মেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মকর সংক্রান্তির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলার উদযাপন ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির এক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে যা সবাইকে একসূত্রে আবদ্ধ করে। শাস্ত্র মতে বলা হয়, সঠিক মুহূর্তে গঙ্গাসাগরে স্নান করলে সমস্ত অর্জিত পাপ ধ্বংস হয়ে মোক্ষ লাভ হয়, একেই শাহি স্নান বলে। শাহি স্নানের পরেও, বেশকিছু আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী ৩ দিন ধরে পালিত হয়। গরুড় পুরাণে বৈতরণী নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদী জীবন দশা থেকে মৃত জগতের মধ্যবর্তী সম্পর্কস্বরূপ। পুরাণে বলা হয়েছে, মৃতের আত্মারা এই নদী পার করে তবেই স্বর্গে পৌঁছন আর যারা কারও প্রতি কখনও সদয় হয়নি বা অন্যদের সাহায্য করেননি তাদের আত্মা এই নদী পেরোতে পারে না এবং নরকের অতল গহ্বরে পতিত হয়। কিন্তু সেইসব অসহায় আত্মা গরুর লেজ ধরে এই নদী পার হতে পারে। সেই কারণে মকর সংক্রান্তির দিন, অসংখ্য মানুষ সাগর পাড়ে ভিড় করেন গরুর লেজ ধরে ‘বৈতরণী পার’ আচার পালন করবার জন্য। সগরের পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সগরপুত্রদের ভস্মাবশেষ ধুয়ে ফেলেন এবং তাদের আত্মাকে মুক্ত করে দেন। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অংশে গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা বলা হয়েছে। পালবংশের রাজা দেবপালের একটি লিপিতে তার গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্মানুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে। লোক-কাহিনী অনুযায়ী এখানে কপিল মুনির একটি আশ্রম ছিল। একসময় সেটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে তার ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মকরসংক্রান্তি বা পৌষ-সংক্রান্তির পূণ্যতীথিতে লাখো লাখো লোকের সমাগম ঘটে এই সঙ্গমে। এই সমাগমকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিরাট মেলা যার নাম গঙ্গাসাগর-মেলা। কথিত আছে, মকর সংক্রান্তিতেই গঙ্গাসাগরে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন গঙ্গা। গঙ্গা সাগর নিয়ে সাহিত্যে কিছু লেখা হয় নি। যেমন প্রয়াগের মেলাকে ঘিরে রচিত হয়েছে কালকুটের অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, তবে মেলা নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে বা দেখানো হয়েছে তাতে কোথাও যেন গঙ্গাসাগর মেলার রূপ ধরা পড়েছে। হাড় হিম করা ঠাণ্ডাকে উড়িয়ে জমে ওঠে সাগর মেলা। সাধু, সন্ন্যাসী, পুণ্যার্থীদের ভিড়ে জমজমাট মন্দির চত্বর। পুণ্যস্নানের আশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমে সাগরে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে বদ্ধ পরিকর। আকাশে চক্কর কাটে ড্রোন, কপ্টার। মুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতা মাপা চলে এসিডিএল যন্ত্রের মাধ্যমে। পর্যাপ্ত জলস্তর বাড়লে তবেই ছাড়া হয় ভেসেল। বাবুঘাট থেকে সাগরস্নান ঘাট পর্যন্ত প্রায় প্রায় ১৫০০ টি ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরায় নজরদারি করে প্রশাসনিক কর্তারা, তারা প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির খোঁজ নেন। বাবুঘাট থেকে আমতলা, ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে হারউড পয়েন্ট হয়ে মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কচুবেরিয়ে হয়ে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত লেখা বাসগুলিতে চোখ পড়লেই দেখা মেলে পুণ্যার্থীদের। পুণ্যার্থীরা সারা বছর ধরে অপেক্ষায় থাকেন মকর সংক্রান্তির দিন স্নান করে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেবেন বলে। শুধুমাত্র পুণ্যার্জনের জন্য এ এক সুপ্রাচীন পরম্পরা। শিয়ালদহ থেকে নামখানা পর্যন্ত নিয়মিত ট্রেন ছাড়াও রেল কর্তৃপক্ষ পুণ্যথীদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যাবস্থা করে। নিরাপত্তার জন্য সাগর মেলায় মোতায়েন করা হয় কয়েক হাজার পুলিশ। সমুদ্রতটে সাধুরা নকশা তুলে ফটোশুট করে। সাধুদের চুলের বাহার, জলকেলি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সারা ভারতবর্ষ থেকে সাধুরা মকর সংক্রান্তিতে সাগর মেলায় এসে সাগর মেলাকে পূণ্য মেলায় পরিণত করেন। মকর সংক্রান্তির দিনে শাহি স্নান করতে শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবী থেকে মানুষ ছুটে আসে সাগর তটে। ধনী দরিদ্র দিন দুঃখী সুখী অসুখী সকলের কাছেই মকরসংক্রান্তির সাগর স্নান পূণ্যস্নান। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, কপিল মুনির পিতা ছিলেন মহর্ষি কর্দম মুনি এবং মাতা ছিলেন পৃথিবী শাসক স্বয়ম্ভব মনুর কন্যা দেবহূতি। কর্দম মুনি তাঁর পিতা ভগবান ব্রহ্মার আদেশ অনুযায়ী কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁর সামনে আবির্ভূত হন এবং কর্দম মুনিকে স্বয়ম্ভব মনুর কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করতে বলেন এবং ভবিষ্যতবাণী করেন, কর্দম মুনি ও দেবহূতির ৯টি কন্যা হবে এবং সময়ের সাথে সমগ্র সৃষ্টিকে জীবিত সত্ত্বা দিয়ে পূর্ণ করবে। এছাড়াও ভগবান বিষ্ণু জানান, তিনি নিজে অবতার রূপে কর্দম মুনি ও দেবহূতির সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে সাংখ্য দর্শন প্রদান করবেন। কপিল মুনি প্রথম জীবনে বেদের অগাধ জ্ঞানার্জন করে সাংখ্য দর্শনে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ হন। গঙ্গাসাগরের ঐতিহ্য শুরু হয় রামায়ণের রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা সগরের উপাখ্যান দিয়ে। ইক্ষাকু বংশের রাজা সগর ঋষি ঔর্বের নির্দেশে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কথিত ছিল, কেউ যদি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে তাহলে সে সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য অর্জন করতে পারবে। একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র তার আগে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। সগরের শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প শুনে ইন্দ্র আশঙ্কিত হয়ে পড়েন, কারণ সগর রাজা সফল হলে তিনি মর্যাদা হারাবেন। ভীত ইন্দ্র, সগরের যজ্ঞের অশ্ব কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। যজ্ঞের অশ্ব খুঁজে না পেয়ে ক্রুদ্ধ সগর রাজা তার ৬০,০০০ পুত্রকে নিখোঁজ ঘোড়াটির সন্ধানে পাঠান। পথে সবকিছু ধ্বংস করতে করতে সগরপুত্ররা কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছান। ধ্যানরত কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে সগরপুত্ররা অশ্বটি খুঁজে পেয়ে কপিল মুনির ধ্যানভঙ্গ করে এবং তাঁকে অপমান করে। ক্রুদ্ধ কপিল মুনি চোখ খুলে সগরের ৬০,০০০ পুত্রকে ভস্ম করে তাদের আত্মা নরকে পাঠিয়ে দেন। বহু বছর পর, সগরের বংশধর অংশুমান কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে যজ্ঞের অশ্বটিকে খুঁজে পান। অংশুমান কপিল মুনিকে তুষ্ট করবার জন্য তপস্যা করেন। অংশুমানের তপস্যায় তুষ্ট কপিল মুনি অশ্বটিকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। কপিল মুনির কাছ থেকে অংশুমান জানতে পারেন,গঙ্গার পবিত্র জলে শ্রাদ্ধকর্মাদি করলে তবেই সগরপুত্রদের আত্মা মুক্তি পাবে। কিন্তু অংশুমান বা তার পুত্র দিলীপ কেউই গঙ্গাকে মর্তে আনতে অসমর্থ হন। দিলীপের পুত্র রাজা ভগীরথ প্রথমে ব্রহ্মা ও পরে বিষ্ণুর আরাধনা করে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পান। সন্তুষ্ট ভগবান বিষ্ণু ভগীরথকে সতর্ক করেন, গঙ্গার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সেই দুরন্ত বেগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তখন ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেন, শিব যেন তার জটায় গঙ্গাকে ধারণ করে গঙ্গার গতি নিয়ন্ত্রণ করেন। শিবের জটায় স্রোতস্বিনী গঙ্গাকে স্থান দিয়ে তারপর গঙ্গা মর্তে অবতরণ করেন। অবশেষে ভগীরথ পবিত্র গঙ্গা জলে তাঁর ৬০,০০০ পূর্বপুরুষের আত্মার শ্রাদ্ধকর্মাদি করে তাদের আত্মাকে নরক থেকে মুক্ত করেন। এই পৌরাণিক ও ধার্মিক উপাখ্যান থেকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। রাজা ভগীরথের নাম অনুসারে তাই গঙ্গার নাম হয় ভাগীরথী। সগর রাজার নাম অনুসারে সমুদ্রের নাম হয় সাগর। সমুদ্র ও নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপের নাম হয় সাগরদ্বীপ। গঙ্গাসাগরে উপছে পড়ছে পুণ্যার্থীদের ভীড়। মেলা প্রাঙ্গনে অসাধারণ সন্ধ্যা আরতি খুবই মনোমুদ্ধকর। ২০২৬ সালের এই সাগরমেলা কুম্ভের রূপ নিয়েছে।

## চর্চাবাসর ৪৫




১৯৪৬ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার তথা ফ্যাশন ডিজাইনার লুই রেয়ার্ড সাঁতারের জন্য যে সাহসী পোশাকটি সামনে আনেন, সেটাই পরে ‘বিকিনি’ নামে পরিচিত হয়। মিশেলিন বার্নারদিনি নামের প্যারিসের এক ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী মঞ্চে নগ্ন হয়ে পারফর্ম করতেও পিছপা হতেন না। তাঁকেই বিকিনি পরে জনসমক্ষে আনা হয়, শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। ঋণ; বংDoze © সৈকত বিশ্বাস।

— কলমবীর

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# এসআইআরের শুনানিতে একই বুথের ৩৭০ জনকে শুনানিতে ডাক

## ক্ষুব্ধ কাঁকসার জাঠগড়িয়ার মানুষ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** একই বুথের ৩৭০ জনকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। আর এর জেরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন গোটা এলাকার মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে গলসি বিধানসভার অন্তর্গত কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকার ১৩ নং বুথের। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

বুথের মোট ভোটার রয়েছে প্রায় ১,২৬০ জন। তাঁদের মধ্যে ৩৭০ জনকে ডাকা হয়েছে শুনানিতে। নোটিশ পেতেই ক্ষুব্ধ গোটা এলাকার মানুষ। কারোর নোটিশে লেখা হয়েছে একজন বাবার একাধিক ছেলে হওয়ায় সন্দেহের তালিকা দেখা দিয়েছে। কারোর নোটিশের লেখা রয়েছে নথির গোলযোগ রয়েছে। কিন্তু ক্ষুব্ধ মানুষের দাবি, তাঁদের ওই গ্রামেই জন্ম। বাপ, ঠাকুরদারাও একই গ্রামে জন্ম। এখন তাঁদের বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। শেখ মনিরুল নামের গ্রামের বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের নাম রয়েছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। তারপরেও ভোগান্তিতে ফেলা হচ্ছে। আমাদের মতো গরীব মানুষদের এখন ৩০ কিলোমিটার দূরে শুনানি কেন্দ্রে যেতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন কমিশন বিপাকে ফেলছে। আমরা এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো।' রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'ভোটার তালিকায় ধর্মীয় বিভাজন করছে বিজেপি মনোনীত নির্বাচন কমিশন। প্রথম থেকেই যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যদি কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ যায়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটা হবে। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে জাঠগড়িয়ার মত বহু প্রাচীন গ্রামের মানুষদেরও শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ যোগ্য জবাব দেবে।' দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, 'তৃণমূল ভয় পেয়েছে বলেই উল্টো পাল্টা বকছে। যারা অবৈধভাবে এখানে রয়েছেন তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যারা যোগ্য ভোটার যাদের কাছে সব নথি আছে, তাদের কারোর নাম বাদ যাবে না। এবিষয়ে তৃণমূল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে উল্টোপাল্টা বলে রেহাই পাবে না। বাংলার মানুষ তৃণমূলের নাটক বুঝে যাচ্ছে।'

# 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান'-এর অনির্দিষ্টকালীন বিক্ষোভ বালুরঘাটে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে সরব হল 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান'। মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বালুরঘাটে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে সংগঠনটি। তবে বিক্ষোভ শুরুর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধি কথা বলতে না আসায় ক্ষোভ বাড়ছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, মূলত তিন দফা দাবিতে সরব হয়েছে 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান'। সংগঠনের দাবিগুলি হল জেলার প্রতিটি আদিবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, আদিবাসী জুনিয়র হাই স্কুলগুলোকে অবিলম্বে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিষয় ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বারবার স্মারকলিপি দিয়েও কোনও ফল না মেলায় তাঁরা এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, যতক্ষণ না জেলা প্রশাসন সদর্থক কোনও পদক্ষেপ বা আলোচনার আশ্বাস দিচ্ছেন, ততক্ষণ এই অবস্থান বিক্ষোভ জারি থাকবে। বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'সকাল থেকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসে আছি। কিন্তু জেলা শাসক বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশাসন কতটা উদাসীন, এই নীরবতাই তার প্রমাণ।'

# চন্দ্রকোনায় শুভেন্দুর প্রতিবাদ মিছিল



**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** 'যারা আক্রমণ করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা, আর যারা আক্রান্ত হলেন তাঁদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করার' অভিযোগ তুলে পুলিশের কঠোর সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত শনিবার পুরুলিয়া জেলায় দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে চন্দ্রকোনা রোডে বিরোধী দলনেতার উপর হামলা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই দিন রাতে চন্দ্রকোনা রোড পুলিশ বিট হাউসে ধরনায় বসেন বিরোধী দলনেতা। তার ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার চন্দ্রকোনা রোড শহরে বিজেপির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেই মিছিলে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ও পুলিশ প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা চন্দ্রকোনা শহরের সাতবাঁকুড়া থেকে স্টেশনপাড়া পর্যন্ত মিছিল করেন।

# নদিয়ায় শুরু লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী যাত্রা উৎসব

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** শুরু হল নদিয়া জেলা লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নবদ্বীপ ব্লকের চর মাজদিয়া-চরব্রহ্মনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরব্রহ্মনগর সেবক সমিতির মাঠে ৩ দিনের এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় নদিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এই উৎসব তিন দিনের হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রথম দিনে বাউল সংগীত, লোকগীতি এবং ফকিরি গান পরিবেশিত হয়। বুধবার অনুষ্ঠিত হবে পুতুল নাচ, বাউল সংগীত এবং দেবলোক অপেরা আয়োজিত যাত্রা পালা 'আমার মা, আমার নয়।' শেষ দিন ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে লোকসংগীত এবং এসইউ নাট্য সংস্থা আয়োজিত যাত্রাপালা 'মা রেখেছি মাইনে করে, বৌ রেখেছি পায়ে ধরে।' মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, কল্লোল খাঁ, জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, অতিরিক্ত জেলাশাসক নৃপেন্দ্র সিং, নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভময় মিত্র।


**ফর্ম নং ১৪**
**[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]**
**রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস**
**ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)**
**৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং ৪২-সি,**
**জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১**

**দাবি নোটিশ**

**১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।**

**RC/651/2019**

**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**বনাম**
**মসিবুল হক**

প্রতি,
**(সিডি ১)** মসিবুল হক গ্রাম খামার রামেশ্বরপুর, পো - মজলিসপুর, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭৪৩৪২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/146/2015** অনুযায়ী পরিমাণ **২৫৪৭৪৫৮.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার চারশ আটান্ন টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৩.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ২৮.০৫.২০১৩ থেকে ও.এ. সমুদয় শুল্ক আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৪.০১.২০২৬** তারিখে সকাল **১১.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :

ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য

খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
**তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫**

**স্বা/-**
**রিকভারি অফিসার**
**ভারত সরকার**
**কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩**



**সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড**
CIN : L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০
ই-মেল : investors@sastasundar.com ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

**সদস্যদের প্রতি পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, ধারা ১১০ এবং ধারা ১০৮ এর বিধান এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("কোম্পানি আইন") এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত, সংশোধিত ("নিয়ম") এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ বিজ্ঞপ্তি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪, সাধারণ সভা (এসএস-২) এর উপর দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ, অথবা আপাতত বলবৎ থাকা এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, যদি থাকে, পুনর্বিবেচনা করে বলা হচ্ছে যে, ডাক ব্যালট নোটিশে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড ("কোম্পানি") এর শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং ("ই-ভোটিং") এর মাধ্যমে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং মঙ্গলবার, ১৩ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির সেই সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যারা ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখ শুক্রবার, অর্থাৎ কাট-অফ তারিখে রেজিস্ট্রারের কাছে অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com এও পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথাক্রমে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ("এমইউএফজি ইনটাইম") এর ওয়েবসাইট https//instavote.linkintime.co.in এও পাওয়া যাবে।

এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা কেবল রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় থাকা শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং এর উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে এবং সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকের ভোটাধিকার (ইলেকট্রনিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তার/তার শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।

কোম্পানির সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে তাদের সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ই-ভোটিং ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ শুক্রবার বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যদের বিবেচনার যোগ্য হওয়ার জন্য এই সময়ের মধ্যে তাদের ভোট প্রদান করতে হবে। ইলেকট্রনিক উপায়ে ই-ভোটিং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ সন্ধ্যা ৫টার পরে অনুমোদিত হবে না।

যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজের অংশীদার, শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়াকে (মেম্বারশিপ নং এসিএস ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮) ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

স্ক্রুটিনাইজার তার প্রতিবেদন কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে জমা দেবেন। রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে (অর্থাৎ, সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে) ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং বিএসই লিমিটেড ("বিএসই"), এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই"), এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে https//instavote.linkintime.co.in-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি পড়ুন অথবা investors@sastasundar.com-এ কোম্পানিকে একটি ইমেল লিখুন অথবা enotices@in.mpms.mufg.com-এ এমইউএফজি ইনটাইম-কে ইমেল করুন অথবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
**সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে**
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৩.০১.২০২৬



**ইন্ডিয়ান ব্যাংক**
**গার্ডেন রিচ শাখা (৪৯৬২)**
**এন-১৫ পাহাড়পুর রোড গার্ডেন রিচ,**
**কলকাতা - ৭০০০২৪**

**লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি**

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখার নিম্নলিখিত লকারধারীরা লকার ভাড়া বকেয়া থাকার বিষয়ে। নোটিশ পাঠানোর পরেও, লকারধারীরা বকেয়া ভাড়া জমা দেননি বা নিষ্পত্তির জন্য শাখায় যাননি। এই পরিস্থিতিতে, ব্যাংক ০৩/০২/২০২৬ তারিখের মধ্যে বকেয়া বকেয়া পরিশোধ না করলে ০৩/০২/২০২৬ তারিখে লকার ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নোটিশ এবং ব্যাংক বকেয়া ভাড়া, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ আদায়ের জন্য তাদের অধিকার প্রয়োগ করবে।

| ক্রম নং | এসবি এসি নং | লকার এ/সি | বকেয়া পরিমাণ | গ্রাহকের নাম | লকার নং | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০৩৫৫৮৫৯৩২৩ | ৪৫০২১৮৭৬০৩ | ৪৫০৩৭ | শম্ভু প্রসাদ এবং দীনেশ প্রসাদ | ৮৩ | জেড৩/২২৭, ডা. এ কে রোড, কলকাতা -৭০০০৪৪ |
| ২ | ২০৩৫৫৮৫৮৭৪৯ | ৪৫০২১৮৮৫০৬ | ৩৯৭২৭ | বলাই দাস | ১৬ | পি- ৭০, পল্লি শ্রী রামদাস হাতি গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০০২৪ |
| ৩ | ২০৩৫৫৯১৫২৭৭ | ৪৫০২১৮৫৭১৯ | ১৭৫১০ | উমা গুপ্তা শাহ | ১৩ | কিউ-৩০২/এ, ডা. পি এন কুন্ডু রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা -৭০০০২৪ |
| ৪ | ২০৩৫৫৮৭৭৪৯৯ | ৪৫০২২০০৯১ | ৩৭৯৫৭ | মৌসুমী চ্যাটার্জি | ৫৭ | এন৯৩এ, পাহাড়পুর রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০০২৪ |

তারিখ : ১৩.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/ ৪৪ এক্স, জীবন তারা বিল্ডিং, তৃতীয় ফ্লোর, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেল: sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৭.০৮.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রী বিনয় পাল চৌধুরী ও শ্রীমতী নমিতা পাল চৌধুরী, প্রেমিসেস নং- ৬০, পল্লি মঙ্গল কলোনি, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৬৩** -কে বকেয়া **১১,৭৬,০১৬/- টাকা (এগারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ষোলো টাকা মাত্র) এবং তদুপরি ১৮.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ** সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল উক্ত অ্যাক্ট এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৮ জানুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১১,৭৬,০১৬/- টাকা (এগারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ষোলো টাকা মাত্র) এবং তদুপরি ১৮.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ**, ব্যয় ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

**ঋণগ্রহীতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার বেহালা, এ.ডি.এস.আর. বেহালা অফিস, পশ্চিমবঙ্গ তে বই নং-আই, সিডি ভলিউম নং-৯, পৃষ্ঠা ১০৬৪ হতে ১০৮০-তে নিবন্ধিত, ২০১৩ সালের দলিল নং-০২৫০৫।**

**স্বত্বাধিকারী: শ্রী বিনয় পাল চৌধুরী ও শ্রীমতী নমিতা পাল চৌধুরী**

কমবেশি **৪৩২ বর্গফুট** পরিমাপের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যাতে একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি স্টাডি রুম রয়েছে, যা গ্রাউন্ডফ্লোরে অবস্থিত; তৎসহ **০২ কাঠা ০৩ ছটাক ২৪ বর্গফুট** জমির ওপর নির্মিত উক্ত ভবনের নিচে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ। উক্ত সম্পত্তি মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, সি.এস. দাগ নং- ৩৩৯৯ এবং ৩৪০০, জে.এল. নং- ১৯, ই.পি. নং- ৪৭, এস.পি. নং- ৪৬, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ৬০, পল্লি মঙ্গল কলোনি, থানা- বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং- ১২৫-এর সীমানার মধ্যে এবং জেলা সাব-রেজিস্ট্রার- আলিপুর ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার বেহালার এক্তিয়ারভুক্ত। **যাহার চৌহদ্দি:-** উত্তরে- ১৮ ফুট কলোনি রাস্তা, দক্ষিণে- সিঁড়ি এবং উক্ত প্রেমিসেসের অবশিষ্ট সম্পত্তি, পূর্বে- বিশ্বনাথ মিত্রের বাড়ি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ।

**তারিখ: ০৮.০১.২০২৬**
**স্থান: কলকাতা**

**অনুমোদিত অফিসার**
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**ফর্ম নং ইউআরসি-২**
অধ্যায় XXI এর অংশ। এর অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, পনেরো দিন পরে কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে **কোম্পানি নিবন্ধক, CRC–ICA** এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে **ট্র্যাকাসে ইনোভেশনস এলএলপি** (একটি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর **অধ্যায় XXI এর অংশ।** এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নলিখিত : ভারতে বা অন্য কোথাও **সফটওয়্যার ডেভেলপার, প্রোগ্রামার, সিস্টেম বিশ্লেষক, আইটি পরামর্শদাতা** এবং **ঠিকাদারদের ব্যবসা পরিচালনা করা যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা, নকশা, উন্নয়ন, কোডিং, পরীক্ষা, কাস্টমাইজেশন, বাস্তবায়ন, সংহতকরণ, হোস্টিং, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, আপগ্রেডিং** এবং **সকল ধরণের কম্পিউটার সফ্টওয়্যার, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, এমবেডেড সফ্টওয়্যার, ক্লাউড-ভিত্তিক সমাধান, এআই এবং ডেটা-চালিত অ্যাপ্লিকেশন, ইআরপি, সিআরএম, এমআইএস** এবং **অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেম, বিশেষ করে পরামর্শ, পরামর্শ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আউটসোর্সিং এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত আইটি-সক্ষম** পরিষেবা গ্রহণ করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি অফিস স্পেস নং ৭২৫, ৮ম তল, অ্যাবাকাস, প্লট নং IIE/23, প্রেমিসেস নং IIE-০০২৩, নিউ টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৬১-এ অবস্থিত অফিসে দেখা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ) প্লট নং ৬,৭ এবং ৮, সেক্টর -৫, আইএমটি মানেসর জেলা গুরগাঁও, হরিয়ানা, পিন কোড -১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে পারেন।

তারিখ ১৪ জানুয়ারী ২০২৬

আবেদনকারীর নাম (গুলি)
১. আদিত্য সিংহানিয়া, অংশীদার
**ট্র্যাকাসে ইনোভেশনস এলএলপি**
২. পুনম সিংহানিয়া অংশীদার
**ট্র্যাকাসে ইনোভেশনস এলএলপি**



**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বাঁকুড়া**
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., বাঁকুড়া রঘুনাথপুর রোড,
বাঁকুড়া মাচানতলা মসজিদের পাশে, পিনকোড - ৭২২১০১
পশ্চিমবঙ্গ

**পরিশিষ্ট - IV**
**(রুল -৮(১))**
**দখল নোটিশ**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

**ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে** বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.** সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | ১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার | ১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১) মা কালী ট্রেডিং কোং, সুশান্ত সরকার এবং কিংশুক রায় ২) ০৭১৩৬৫৩৮০০০০০১৩৪ | ১. ২১.১০.২০২৫ ২. ০৭.০১.২০২৬ ৩. ২২,৫০,৩৬৮.১১ টাকা (বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং এগার পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ | স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল জমি পরিমাপ ০৫ শতক আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৩, জেএল নং ২৩৩, মৌজা -মিথিলা, থানা-বাঁকুড়া, জেলা -বাঁকুড়া, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ বা উক্ত জমি বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৩৫০। |

তারিখ : ১৪.০১.২০২৬, স্থান : বাঁকুড়া — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.



**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India**

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

**দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম | ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি | সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সুফি ট্রেডার্স শ্রী শেখ রবিউল** পিতা শেখ আলম তাহুর, ছোটো নীলপুর, ছোটোবালিডাঙ্গা, বর্ধমান-১, পূর্ব বর্ধমান পিন -৭১৩১০৩। **শাখা : হটুদেওয়ান।** | **ক) ১৬.০৯.২০২৫ খ) ০৮.০১.২০২৬ গ) ১২,৫৫,৭৪৩.৯৬ টাকা** (বারো লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) **১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত | **সম্পত্তি : শ্রী শেখ রবিউল,** পিতা শেখ আলম তাহুর, ছোটোনীলপুর, ছোটোবালিডাঙ্গা, বর্ধমান-১, পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩। **সম্পত্তির ধরন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন)। **সম্পত্তির নথির ধরন :** দান দলিল ৯০৬১/১৩.১২.২০১৩, **সম্পত্তির ঠিকানা :** মৌজা - বালিডাঙ্গা, এডিএসআর-বর্ধমান, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৬৩০, এলআর প্লট নং ১২২৪ এবং ১২২৫, **শ্রেণি** -বাস্তু, বর্ধমান পুরসভা অধীন, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, **শ্রেণি** -বাস্তু, **এরিয়া :** ৩.২৫ ডেসিমেল জমি তদস্থিত ভবন, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আসগর আলি এর ভবন। দক্ষিণে : ১২ চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : শেখ গোলাম হোসেন এর ভবন। পশ্চিমে : অন্যান্যর ভবন। |
| ২. | **ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সোমা মুখার্জি,** স্বামী শ্রী সাধন মুখার্জি **এবং জামিনদাতা : শ্রী সাধন মুখার্জি,** পিতা সুধীর মুখার্জি, উভয়ের নিবাস -কেডি সরণি-১, গির্জাপাড়া, রাণিগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩৪৭। **শাখা : জেমুয়া।** | **ক) ৩১.০৫.২০২৫ খ) ০৯.০১.২০২৬ গ) ৭১,৯২,৮৬১.২৫ টাকা** (একাত্তর লাখ বিরানব্বই হাজার আটশ একষট্টি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) **৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত | **সম্পত্তি : শ্রীমতি সোমা মুখার্জি,** স্বামী শ্রী সাধন মুখার্জি এবং **শ্রী সাধন মুখার্জি,** পিতা সুধীর মুখার্জি এর নামে, **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন** দান দলিল নং ৬০২, তারিখ ০৪.০২.২০১২, **সম্পত্তির ঠিকানা :** কে ডি সরণি-১, গির্জাপাড়া, রানিগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৪৭, এসআর রানিগঞ্জ, মৌজা রানিগঞ্জ, শ্রেণি-বাস্তু, হোল্ডিং নং ১২৭/এ, ১২৭/এ/১, এলআর খতিয়ান নং ১২৭/এ, ১২৭/এ/১, জেএল নং ২৪, এলআর প্লট নং ৬৪১৪, আরএস প্লট নং ৪৭৬৫, এরিয়া - ৮.২ ডেসিমেল এবং ২১৬২ বর্গফুট দোতলা বসবাসের ভবন সহ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পো এবং থানা : রানিগঞ্জ, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: শ্রীমতি উর্মিলা পান্ডে এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : শ্রীমতি অর্চনা পান্ডে এর সম্পত্তি। পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক। |

তারিখ - ১৪.০১.২০২৬
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

**দখল নোটিশ - ধারা ১৩(৪) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে**

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৪.১০.২০২৫** তারিখে **১. মেসার্স শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা. লি.** (ডিরেক্টরগণ-শ্রী বিনোদ কুমার শর্মা এবং শ্রী অখিলেশ শর্মা) রেজি. অফিস রুম নং ৫এ, ২৬/৩এ, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, আরও ঠিকানা - গ্রাম - গোপালপুর, পো - বামুনারা, দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, পশ্চিমবঙ্গ **২. শ্রী বিনোদ কুমার শর্মা** (ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা-শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা. লি. তার ব্যক্তিগত আওতায়) ৭৩এফ, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭ **৩. শ্রী অখিলেশ শর্মা** (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা-শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা. লি.) ৭৩এফ, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭ **৪. মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ স্টিল সাপ্লাই কোং** (জামিনদাতা - শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা. লি.) রেজি. অফিস ২৬/১এ, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ প্রাপ্ত লোন **কলকাতা মেন শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,১৩,৩৩,১৪২.০০ টাকা (এগার কোটি তেরো লাখ তেত্রিশ হাজার একশ বিয়াল্লিশ টাকা) ০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১১,১৩,৩৩,১৪২.০০ টাকা (এগার কোটি তেরো লাখ তেত্রিশ হাজার একশ বিয়াল্লিশ টাকা) ০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**বন্ধকদত্ত সম্পদ**

| স্বত্ব দখলকারী | জমির এরিয়া | সীমানা |
|---|---|---|
| শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড | জমির এরিয়া ২.৪৭ ডেসিমেল, প্লট নং ২০৩৭ বৈদ, মৌজা -গোপালপুর, থানা কাঁকসা, জেলা বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ০৫৯৯৮-২০১১ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। | **উত্তরে :** ১২ ফুট কাঁচা সড়ক। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাৎ। **পূর্বে :** চিরাগ ইস্পাৎ। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা সড়ক। |
| | জমির এরিয়া পরিমাপ ৬.৫০ ডেসিমেল, সাব প্লট নং ১৭, প্লট নং ২০৩৭, বৈদ, মৌজা- গোপালপুর, জেলা বর্ধমান, থানা কাঁকসা, বিক্রয় দলিল নং ০৮৩৩৫-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। | **উত্তরে :** খালি জমি। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের সীমা পাঁচিল। **পূর্বে :** খালি জমি। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা সড়ক। |
| | জমির এরিয়া পরিমাপ ৭.৫০ ডেসিমেল সাব প্লট নং ৯, প্লট নং ২০৩৭ বৈদ, মৌজা - গোপালপুর, জেলা বর্ধমান, থানা কাঁকসা, বিক্রয় দলিল নং ০৭৬৬৪-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। | **উত্তরে :** খালি জমি। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাৎ। **পূর্বে :** প্লট নং ২০৩৭। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা সড়ক। |
| | জমির এরিয়া পরিমাপ ১২.৬৬ ডেসিমেল, সাব প্লট ২৮, প্লট নং ২০৩৬, বৈদ, মৌজা - গোপালপুর, জেলা বর্ধমান, থানা কাঁকসা, বিক্রয় দলিল নং ০৯০৯৯-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। | **উত্তরে :** ব্রতচারী রায় এর জমি এবং অন্যান্য। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাৎ এর জমি। **পূর্বে :** ক্রেতার জমি। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড। |
| | জমির এরিয়া পরিমাপ ৬.০০ ডেসিমেল সাব প্লট নং ৫ প্লট নং ২০৩৭, বৈদ, মৌজা -গোপালপুর, জেলা বর্ধমান, থানা কাঁকসা, বিক্রয় দলিল নং ০৯১১২-২০১০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। | **উত্তরে :** প্লট নং ০৪। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাৎ এর জমি। **পূর্বে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড। **পশ্চিমে :** খালি জমি। |
| | জমির এরিয়া পরিমাপ কমবেশি ২.৪৭ ডেসিমেল প্লট নং ২০৩৭, বৈদ, মৌজা গোপালপুর, জেলা বর্ধমান, থানা কাঁকসা, বিক্রয় দলিল নং ০৫০৭৪-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দুর্গাপুর। | **উত্তরে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড। **দক্ষিণে :** চিরাগ ফ্যাক্টরির জমি। **পূর্বে :** খালি জমি। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড। |
| | জমির এরিয়া পরিমাপ ৫.৩০ ডেসিমেল সাব প্লট নং ২১ প্লট নং ২০৩৭, বৈদ, মৌজা - গোপালপুর, জেলা বর্ধমান, থানা কাঁকসা, বিক্রয় দলিল ন ০৭৫৯৮-২০১০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে জেলা পশ্চিম বর্ধমান হিসেবে পরিচিত। | **উত্তরে :** সংশ্লিষ্ট একই প্লটের অবশিষ্ট এরিয়া। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের সীমা পাঁচিল। **পূর্বে :** ১২ ফুট কাঁচা সড়ক। **পশ্চিমে :** একই প্লটের অবশিষ্ট এরিয়া। |
| মোট | ৪২.৯০ ডেসিমেল (কম বেশি) | |
| বিনোদ কুমার শর্মা | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১২৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা গোপালপুর, নথিভুক্ত জেএল নং ৬৫, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৭, ৩৮৬৫, ৩২৪০, ৩২৪২, এলআর খতিয়ান নং ৪৫৯৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২০৫৮, থানা কাঁকসা, পো গোপালপুর, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা পশ্চিম বর্ধমান। মোট জমির এরিয়া ১২৮ ডেসিমেল (কমবেশি)। | বিস্তারিত জমিন/ দায়বদ্ধতার নথি : ১) রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১৩০৬ -২০০৭ সালের, ২) রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৯৪০ -২০০৭ সালের এবং ৩) দান দলিল নং ০৯৩১৮-২০১৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। |
| মোট বন্ধকদত্ত এরিয়া | ১৭০.৯০ ডেসিমেল (কমবেশি) | |

তারিখ : ১০.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ADARSHA JANAKALYAN SAMABAY BHANDAR LTD.**
Reg No. 71 HG dated-27.03.1964
Vill.-Rafaitpur,P.O.- Chandrahati,Dist-Hooghly

**"বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি"**

এতদ্বারা অত্র সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী **ইং ২৪/০২/২০২৬ তারিখ মঙ্গলবার (বাংলা ১১ই ফাল্গুন, ১৪৩২) তারিখে দুপুর ১২টা হইতে বেলা ২ টে পর্যন্ত** নির্বাচন সূচি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। বিশদ বিবরণের জন্য সমিতির প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

স্থান-ত্রিবেণী, হুগলী
তাং- ১৩.০১.২০২৬

**স্বাক্ষর**
**(সৌম্যদীপ সাঁতরা)**
**সমবায় পরিদর্শক,চুঁচুড়া-মগরা ব্লক**



**punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

**পশ্চিমবঙ্গে অফিসস্থিত আইবিএ তালিকাভুক্ত সকল**
**এএসএম-কে এএসএম নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।**
**(স্পেশালাইজড মনিটরিং এর জন্য এজেন্সি)**

পশ্চিমবঙ্গে আইবিএ তালিকাভুক্ত অনুমোদিত সংস্থাগুলির কাছ থেকে আইবিএ এর কাছ থেকে অনুমোদন পত্র প্রাপ্ত কপি সহ এএসএম নিয়োগের জন্য টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল টেন্ডার দাখিলের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

**বিস্তারিত নির্দেশিকার** জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.pnb.bank.in** দেখুন।

ওয়েবসাইটে প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ডাকে/ক্যুরিয়ারে/হাতে হাতে টেন্ডার গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের পর গৃহীত টেন্ডার বাতিল হবে।

**ঠিকানা :** পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লার্জ কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, ৩য়তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১।

**তারিখ : ২৬.১২.২০২৫** **স্থান : কলকাতা** **অনুমোদিত অফিসার**

# মালদার দুই আন্তর্জাতিক স্তরের ড্রাগ মাফিয়া গ্রেপ্তার

## ধৃতের সঙ্গে মন্ত্রীর ছবি ঘিরে শোরগোল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** আন্তর্জাতিক স্তরের মালদার এক ড্রাগস মাফিয়াকে কলকাতাতে গিয়ে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ড্রাগস মাফিয়ার এক কাকাকেও। সোমবার রাতে কলকাতার এন্টালি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আন্তর্জাতিক স্তরের ড্রাগসের কিংপিং-সহ দুইজনকে। বুধবার সকালে মালদায় নিয়ে আসে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এদিন ধৃত দু'জনকে মালদা আদালতে পেশ করা হলে তাদের আট দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।



এদিকে গ্রেপ্তার হওয়া রাজ্যের মাদক চক্রের পাণ্ডার সঙ্গে মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রীর সাবিনা ইয়াসমিনের কেক খাওয়ানোর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশের দাবি, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মণিপুর, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য থেকে আনা হতো মাদক তৈরির কাঁচামাল। এরপর কালিয়াচকের কিছু যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাঁচামাল থেকে ব্রাউন সুগার তৈরি ব্যবস্থা করা হয়। ওই ব্রাউন সুগার এজেন্টের মাধ্যমে একাধিক রাজ্যে ছড়ানো হতো। বিহার, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যেও সক্রিয় ছিল ধৃতের দলবল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মাদকের মাস্টারমাইন্ডের নাম এনারুল শেখ (৫৬)। পাশাপাশি ধরা পড়েছে এনারুলের কাকা শওকত শেখ (৬২)। এদের বাড়ি কালিয়াচক থানার মোজামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুগ্রাম এলাকায়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ড্রাগসের ব্যবসায় কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে এনারুল। মাদক কারবারকে আড়ালে রেখে প্রোমোটিং থেকে জমি বেচাকেনা। কলকাতা, ঝাড়খণ্ড, ব্যাঙ্গালোর, বিহার-সহ আরও বেশ কিছু রাজ্যে ফ্ল্যাট রয়েছে এনারুলের। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের নজর এড়িয়ে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য ঘাঁটি ঢাকা দিয়ে চলছিল মাদক কারবারির পাণ্ডা এনারুল। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ কলকাতায় অভিযান চালায়। এরপর এন্টালি থেকে ওইদিন রাতে এনারুল ও তার কাকা শওকতকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, এটা একটা বড় সাফল্য। কারণ, এই রাজ্য শুধু নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় এনারুলের এই ড্রাগসের রেকেট চলছিল। রীতিমতো বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে এবং নিজের কালিয়াচকের ডেরাতেও গোপনে ড্রাগ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। যেটা এনারুল দক্ষ ছিল। মাদকের উপকরণ কিভাবে, কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং কোথায় সেগুলি প্রস্তুত করা হবে তার মূল মাথা ছিল এই এনারুল শেখ। শুধু তাই নয়, নেপাল এমনকি বাংলাদেশের সঙ্গেও আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের কারবার রয়েছে বলেও অনুমান পুলিশের। পাশাপাশি এনারুলের বিরুদ্ধে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচার, একাধিক গ্যাং ওয়ারের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজকর্মের যোগসূত্র পাওয়ার কথাও জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

এদিকে এনারুলের মন্ত্রী কেক খাওয়ানোর প্রসঙ্গ নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'প্রকাশ্যে মন্ত্রী একজন দাগি ড্রাগস মাফিয়াকে কেক খাওয়াচ্ছেন। আসলে এটাই তৃণমূলের কালচার। এর থেকে নিন্দাজনক কিছু হতে পারে না।' এদিকে বিজেপির এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন মোথাবাড়ি তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, 'বিজেপি অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের দলনেত্রীর মমতা দিদির জন্মদিন উপলক্ষে দলীয় কার্যালয় কেক কাটা হয়েছিল। তখন সেখানে কে, কাকে কেক খাইয়েছে সেটা কি করে মনে রাখবো? বহু মানুষ সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কেক খাওয়ানো একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কে ভালো, কে মন্দ তার বিচার কি করে করব?' এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কালিয়াচকের মোজামপুর, হারুচক, কিসমতপুর, বামনটোলা, শাহবাজপুর-সহ একাধিক জায়গায় ব্রাউন সুগারের প্রস্তুতের কারবার চালিয়ে আসছিল এনারুল। দেশের ড্রাগ মাফিয়াদের সঙ্গে এর একটা বড় কানেকশন রয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আপাতত এনারুল ও তার কাকা শওকতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।' পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ একজন ফুটপাতের মাছ বিক্রেতা আজকে তিনি অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক এই আনারুল শেখ। তার টাকা দেশবিরোধী কাজেও কোথাও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মালদার বেশ কিছু ব্যবসায়ীদের খোঁজ করা হচ্ছে যারা এনারুলের টাকা জমি জায়গা বেচাকেনা এবং প্রোমোটিংয়ের কাজে ব্যবহার করেছে।

## জেলা পুলিশের স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** মঙ্গলবার বর্ধমান রথতলা মনোহর দাস বালিকা বিদ্যালয়ে বর্ধমান মহিলা থানার উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল জেলা পুলিশের স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস, পুলিশ অফিসার মধুমিতা কুণ্ডু, টিচার ইনচার্জ স্নিগ্ধা মার্জিত, বর্ধমান সহযোদ্ধার সাধারণ সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

এদিন মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দেবী জানান, 'নিজের বাড়িতেই অনেক সময় আমরা নিরাপদ নই। নিজেদের সুরক্ষা সচেতনতায় নিজেদের এখন থেকে তৈরি করতে হবে।' এছাড়াও এদিন পাচার কিভাবে রুখবেন, অচেনা মানুষ নিজের এলাকায় দেখলেই নিজের বাড়ি অথবা বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকদের বলা, বিপদে পড়লে পূর্ব বর্ধমান মহিলা হেল্পলাইন নম্বর ৯১৪৭৮৮৮৫৭০ যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া যৌন নির্যাতনের জন্য আছে পক্সো আইন, যেখানে ১৮ বছরের কম বয়সী তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই আইন তৈরি হয়েছে। আইসি আরও বলেন, 'কোনও খারাপ কিছু ঘটলে পুলিশ সঙ্গে আছে।'

## কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর:** এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য চন্দননগরে। সূত্রের খবর, চন্দননগর ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটাপুকুর এলাকার ঘটনা। সোমবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল ওই এলাকার একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে। ওই কিশোরের পরিবারে চন্দননগর ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটাপুকুর এলাকারই বাসিন্দা। তাঁর বাবা ধনিয়াখালির একটি রেস্তোরাঁয় রান্নার কাজ করেন। মা চন্দননগর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে একটি কচুরির দোকান চালান। তার সঙ্গে তার মাও কাজ করেন। সোমবার দুপুরে তাঁরা দু'জনেই দোকানে ছিলেন। স্কুল ছুটি থাকায় ওই দম্পতির ১৩ বছরের ছেলে, তার ১০ বছরের বোনকে নিয়ে বাড়িতে ছিল। তাদের সঙ্গে তাদের মাসিও ছিলেন। দুপুরে খাওয়ার পরে মাসির সঙ্গে দু'জনে শুয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে ওই কিশোরকে ঘরে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন মাসি। তখনই পাশেই থাকা একটি পরিত্যক্ত ঘরে ওই কিশোরের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় মেলে। চন্দননগর থানার পুলিশ পৌঁছয় কাঁটাপুকুরে। মৃত কিশোরের মা-বাবা জানান, রাতে ঘুমোচ্ছিল না ছেলে, তখনই ছেলেকে বকাবকি করেন তাঁরা। সোমবার সকাল থেকে সব স্বাভাবিক ছিল বলে তাঁদের দাবি।


ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) ও ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত ঋণদাতা) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১৮.০২.২০২৬** তারিখে সকাল **১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টায়** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর ব্যাংকের বকেয়া হিসেবে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।

| ঋণগ্রহীতার নাম<br>অ্যাকাউন্ট নম্বর ও শাখা | সম্পত্তির বিবরণ | ক) দখলের ধরন<br>খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>গ) সংরক্ষিত মূল্য<br>ঘ) ইএমডি পরিমাণ<br>ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ<br>চ) সম্পত্তির আইডি<br>ছ) বকেয়া পরিমান |
|---|---|---|
| ১. **মেসার্স জয় হনুমান ট্রেডার্স (ফার্ম)**<br>৬৩৫, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, পোঃ- ঘুঘুডাঙ্গা, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৩০<br>২. **শ্রী শুভজিৎ কাঞ্জিলাল (ঋণগ্রহীতা/অংশীদার)**<br>৬৩৫/২, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, পোঃ- ঘুঘুডাঙ্গা, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৩০।<br>৩. **শ্রীমতী সঞ্চারী চ্যাটার্জী (ঋণগ্রহীতা/অংশীদার)**<br>৬৩৫/২, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, পোঃ- ঘুঘুডাঙ্গা, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৩০।<br>অ্যাকাউন্ট নং: **৬৪২৫২৮১৭৬৮**<br>শাখা: **এলগিন রোড** | **মটগেজ রাখা সম্পদ- সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি- ২০০৮৩৬৯৮৩৬৩, সিকিউরিটি আইডি- ৪০০৮১৯২৩৩১৩**<br>একটি স্বতন্ত্র আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং ১, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯৫০ বর্গফুট; যাতে ৩ টি বেডরুম, ১ টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি বারান্দা রয়েছে; যা কমবেশি ৪ কাঠা ৪ ছটাক, বাস্তবিক পরিমাপ অনুযায়ী ৪ কাঠা বা সামান্য কমবেশি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ওপর নির্মিত একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত; উক্ত জমি সি.এস. দাগ নং ১৮৯৬ এবং ১৯৮৭ সংশ্লিষ্ট আর.এস. দাগ নং ৫০৭১ এবং ৫০৮৩-, সি.এস. খতিয়ান নং ৫৪০ সংশ্লিষ্ট আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৩৬-, মৌজা- খড়দহ, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, রে. সা. নং ১৬-এর অন্তর্গত; যা মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৬৮, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৩০-এ অবস্থিত এবং শুভজিৎ কাঞ্জিলাল ও সঞ্চারী চ্যাটার্জির মালিকানাধীন। দলিল নং ১৬১৩১ সাল- ২০২৩। **সম্পত্তি ও ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে ১৬ ফুট চওড়া এস.কে.বি. সরণি, দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, পূর্বে- হোল্ডিং নং ৪৩৪, এস.কে.বি. সরণি, পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ৫০৮৩ এবং আর.এস. দাগ নং ৫০৭১। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:-** উত্তরে- এই ভবনের সাধারণ যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে- সাধারণ যাতায়াতের পথ ও সিকিউরিটি রুম, পূর্বে- এই ভবনের সাধারণ যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- সিঁড়ি ও ভবনের সাধারণ যাতায়াতের পথ। | ক) **প্রতীকী দখল**<br>খ) **অজানা**<br>গ) **৩১,২৯,০০০.০০ টাকা**<br>ঘ) **৩,১২,৯০০.০০ টাকা**<br>ঙ) **১০,০০০.০০ টাকা**<br>চ) **IDIB06425281768**<br>ছ) **৬৪,১৪,৬৮৬.০০ টাকা** (চৌষট্টি লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত ছিয়াশি টাকা মাত্র) সাথে ১৪/০১/২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ। |

**পরিদর্শনের তারিখ : ১০.০২.২০২৬ থেকে ১৭.০২.২০২৬; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৮.০২.২০২৬ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।
**দরদাতাদের** https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**যোগাযোগের বিশদ : ৯০৩৫৬০০৯৪৪**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ১৩.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক


## সিএএ-তে আবেদন করার উপদেশ!

# সরকারি কর্তাকে তলব বাগদার বিডিও-র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা:** এসআইআর-এর হেয়ারিংয়ে নথিপত্র না দেখেই সিএএ-তে আবেদন করার উপদেশ এইআরও-র। এই বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পেয়ে ওই সরকারি আধিকারিককে ডেকে পাঠালেন বাগদার বিডিও। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লক আসারু গ্রাম পঞ্চায়েতের হামকুড়ার বাসিন্দা দীপক ঢালি ও কমলেশ ঢালি হেলেঞ্চা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এসআইআর-এর হেয়ারিংয়ে এসেছিলেন মঙ্গলবার। তাঁদের অভিযোগ, হিয়ারিং-এর দায়িত্বে থাকা এইআরও তাপস বিশ্বাস তাঁদের নথিপত্র না দেখে সিএএ-তে আবেদন করবার উপদেশ দেন। এই কথা জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এসআইআর-এর শুনানিতে আসা সাধারণ মানুষ। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় শুনানির কাজ। পরবর্তীতে এই ঘটনা মৌখিকভাবে বিডিও-কে জানাতেই এইআরও তাপস বিশ্বাসকে ডেকে পাঠান বাগদার বিডিও। যদিও এই বিষয়ে তাপস বিশ্বাস কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। বাগদার বিডিও অখিল মণ্ডল জানিয়েছেন, 'এরকম একটা ঘটনা ফোনে আমার কাছে অভিযোগ আসে, এখনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। তবে আমি এইআরও তাপস বিশ্বাসকে ডেকে পাঠিয়েছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।' স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কংগ্রেসের বাগদা পূর্ব ব্লক সভাপতি কিঙ্কর মণ্ডল এইআরও তাপস বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিজেপির দালালি করার অভিযোগ তোলেন। হেয়ারিং-এ আসা একজন সাধারণ মানুষের নথিপত্র না দেখে সিএএ-তে আবেদন করতে বলা যায় কি? সেই প্রশ্ন তোলেন তারা। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 'তাপস বিশ্বাস কোনও ভুল কাজ করেননি। সিএএ ভারতবর্ষের আইন। সেক্ষেত্রে তিনি বলে কোনও ভুল কাজ করেননি।'

## কুলটিতে খোলামুখ খনিতে অবৈধ কয়লা উত্তলনে বিপত্তি, ধসে মৃত দুই

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বিসিসিএলের খোলামুখ খনি থেকে বেআইনিভাবে কয়লা চুরি করতে গিয়ে ধস। ওই ধসের কারণে বেশ কয়েকজনের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা



হচ্ছে। আসানসোলের কুলটি থানার বড়িরা এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিসিসিএল কর্তৃপক্ষ এবং কুলটি থানার পুলিশ পৌঁছায়। বিসিসিএলের তরফে জেসিবি দিয়ে উদ্ধার কাজ চালানো হচ্ছে। ঘটনার জেরে মুহূর্তে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিসিসিএলের খোলামুখ খনিতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিসিসিএলের তরফে উদ্ধার কাজ চলছে। তবে ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত দুটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার। তিনি বলেন, 'দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, বাকি আরও তিনজন চাপা রয়েছেন।' বিসিসিএলের কর্তৃপক্ষকে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

## চাকরি ছাঁটাই ঘিরে বিতর্ক, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** চাকরি ছাঁটাই ঘিরে বিতর্ক, কারখানার গেট অবরোধ করে বিজেপির বিক্ষোভ। নাটকীয়ভাবে ঘটনার তলে পৌঁছায় তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। তৃণমূল-বিজেপি মুখোমুখি হওয়ায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। কাজ থেকে বহিষ্কৃত বিজেপির বুথ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, 'হঠাৎ করে আমাকে কাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কারখানার তরফে আমাকে বলা হয়েছে, এলাকার দু'জন তৃণমূল নেতার সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁদের কাছে নতি স্বীকার করতে। নইলে আপাতত কাজ বন্ধ।' ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৃণমূল নেতা বিকাশ রায় জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যে বিভাগে কাজ করতেন, কারখানায় এই মুহূর্তে সেই বিভাগের লোকের প্রয়োজন নেই। সেই কারণেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুর্গাপুরের বামুনাড়া শিল্পতালুকে একটি বেসরকারি



কারখানার গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। অভিযোগ, বিজেপি করার কারণেই কর্মী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কাজ থেকে বসানো হয়েছে। তিনি বিজেপির বুথ সভাপতি বলে দাবি। বিজেপির দাবি, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেই ছাঁটাই করা হয়েছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, কাজ না থাকায় ঠিকা শ্রমিক হিসেবে তাঁকে বসানো হয়েছে, এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই।

## ধীতাড়া নিবেদিতা সংঘের হীরক জয়ন্তী উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** জেলার ভদ্রেশ্বরের ধীতাড়া নিবেদিতা সংঘের ব্যাবস্থাপনায় রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলা



সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ক্লাবের ট্রেজারার কল্যাণ চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগে যেমন অঙ্কন, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, যুক্তিতর্ক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।' অনুষ্ঠানের শুরুতে অঙ্কন বিভাগের বিচারক বিশিষ্ট আর্টিস্ট কুণাল দাসকে সংবর্ধনা দেন ক্লাবের সভাপতি সীতারাম ঘোষ, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ট্রেজারার কল্যাণ চন্দ্র ঘোষ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পৌরসভার কাউন্সিলর বাপি মালিক। শিশুদের প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশু ডাক্তার মধুসূদন পাল ও ঐশিক দাস এবং ক্লাবের প্রায় ৬০ জন সদস্য। বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে রক্তদান শিবির হয়েছে। এখন ফুটবল, ভলি বল টুর্নামেন্ট বাকি আছে। এদিন অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে বিচারকদের বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

## হাড়োয়ায় তাজা বোমা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া:** হাড়োয়ায় তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্ত শুরু করলো পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার কুলগাছি ব্রিজ-এর পাশে পথ চলতি মানুষ বোমাটি দেখতে পান। তারপর হাড়োয়া থানায় খবর দিলে হাড়োয়া থানার পুলিশ সোমবার রাতেই এসে তাজা বোমা উদ্ধার করে। কেন প্রকাশ্যে কুলগাছি ব্রিজ-এর কাছে বোমা পড়ে থাকতে দেখা গেল? কারা রাখল এই বোমা? গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। এই বোমা উদ্ধার ঘিরে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। বিজেপি তৃণমূলের উপরে দোষ চাপিয়েছে। পাল্টা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির বিরুদ্ধেই আঙুল তোলার পাশাপাশি গোটা বিষয় পুলিশ তৎপরতার সহিত তদন্ত করছে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

## আরামবাগে বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

**মহেশ্বর চক্রবর্তী**

**আরামবাগ:** আরামবাগের গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউশনে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, মানবতা ও সমাজ সংস্কারের আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। তারপর বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন হয়। গৌরহাটি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ আনুষ্ঠানিকভাবে মূর্তিটি উন্মোচন করেন। পাশাপাশি হাত লাগান ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কোনার এবং ওই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সত্য নারায়ণ নাগ, উনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের ব্রোঞ্জ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করতে আর্থিকভাবে সাহায্য করেন। আবক্ষ মূর্তি তৈরি করেন ওনারই এক ছাত্র তথা বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী আশিস কুমার মাঝি। এদিন ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠান বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকে নতুন করে তুলে ধরে। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুগ্ধ হন। গৌরহাটি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন, 'বিদ্যাসাগর শুধু একজন পণ্ডিতই নন, তিনি ছিলেন মানবতার প্রতীক। নারী



শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান আজও আমাদের পথ দেখায়। ছাত্রছাত্রীদের উচিত তাঁর আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করা।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কোনার তাঁর বক্তব্যে বলেন,'একটা স্বপ্ন ছিল বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপন করব। এটা বাস্তবায়িত হল। এর আগে সবচেয়ে কাছের মনীষী রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি তৈরি করেছি। ছাত্রছাত্রীদের একটাই বার্তা দেব আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ক্ষুদ্র স্বার্থ দেখলে হবে না।'


ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)**, এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **৩০.০১.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)- এর থেকে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মুল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স দেব'স,**<br>**স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব,** ইউনিট ঠিকানা- পি-৪৩, রয়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা- ৭০০ ০৮৪। **এছাড়াও-** বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৪৭।<br>**ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা:**<br>**শ্রীমতী বুলবুল দেব, মেসার্স দেব'স এর স্বত্বাধিকারী**<br>বি/২৪/এ লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও:** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, রঘুনাথপুর, থানা- বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯।<br>**জামিনদার: শ্রী অমিতাভ দেব**<br>বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও:** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, রঘুনাথপুর, থানা- বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯।<br>**ঋণগ্রহীতা: লক্ষ্মী স্পাইসেস,**<br>**স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব**<br>বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭।<br>**খ) রানি কুঠি / গোলপার্ক শাখা।** | জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা স্ব-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৬৪০ বর্গফুট, যা দুটি বেড রুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, লিফট ও সাধারণ এলাকা ও সুবিধা সহ, তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত। এটি প্রেমিসেস নং আরএন-১০ 'আরতি ভিলা'-তে লট 'সি'-এর মধ্যে অবস্থিত, যা কমবেশি ০৩ কাঠা জমির উপর নির্মিত। এটি মৌজা- রঘুনাথপুর, পরগণা- কলিকাতা, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সি.এস. দাগ নং ২২ (আংশিক), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস- ১৭/১৮, ওয়ার্ড নং ১৭, বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন (পূর্বে রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার অধীনে), থানা- বাগুইহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত, যা ০৩.০৪.২০১৭ তারিখের পার্টিশন ডিড দ্বারা নিবন্ধিত এবং এডিএসআর রাজারহাট-এ বই নং ১, ভলিউম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৬২১, বিয়িং নং ১৫২৩০২৬৩৫, সাল-২০১৭ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। **চৌহদ্দি :** উত্তর- সরস্বতী সরকারের জমি দ্বারা, দক্ষিণ- ১৬'-৬দ চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, পূর্ব- ৬'-০" চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা, পশ্চিম- অন্যান্য জমি দ্বারা। | **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (যাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আট শত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় সহ। | ক) **১৭,৩২,০০০.০০ টাকা (*)**<br>(সতের লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)<br>খ) **১,৭৩,২০০.০০ টাকা**<br>(এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>গ) **১০,০০০.০০ টাকা**<br>(দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>ঘ) **IDIB50406049794**<br>ঙ) **উপরোক্ত সম্পত্তির উপর অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্যের কোন দায়বদ্ধতা নেই।**<br>চ) **বাস্তবিক দখল** |
| ২. | ক) **ঋণগ্রহীতা-: মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার,**<br>**স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,**<br>গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোঃ- উস্থি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন -৭৪৩৩৭৫। এছাড়াও- ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১।<br>**শ্রী মানস দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এর অ্যাকাউন্টের জামিনদার)** গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোঃ- উস্থি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫।<br>**এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১।<br>**শ্রী গৌতম দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এর অ্যাকাউন্টের জামিনদার),** গ্রাম-তালডাঙ্গা, পোঃ- উস্থি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫।<br>**এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১।<br>**শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এর অ্যাকাউন্টের স্বত্বাধিকারী ও জামিনদার) (শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত**-এর এইচবিএল অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), স্বামী- শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম - উত্তর দেওরাক, পূর্ব পাড়া, পোঃ-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন -৭৪৩৩৭৫।<br>**এছাড়াও: শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** স্বামী- শ্রী মানস দত্ত, ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১২৭-এর অধীনে, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১।<br>**খ) উস্থি শাখা।** | জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর-পূর্ব কোণে, দ্বিতীয় ফ্লোরে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭০১ বর্গফুট, যা কমবেশি ০৬ (ছয়) কাঠা ০২ (দুই) ছটাক ০৭ (সাত) বর্গফুট জমির উপর নির্মিত। এটি ০২ (দুই) টি বেড রুম, ০১ (এক) টি ডাইনিং / ড্রয়িং কাম কিচেন, ০১ (এক) টি বাথ ও পায়খানা, ০১ (এক) টি ডব্লিউসি এবং ০১ (এক) টি বারান্দা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ১২০ বর্গফুট একটি ঢাকা সিমেন্টের মেঝে যুক্ত কার পার্কিং স্পেস, এবং এর সমস্ত ফিটিংস ও ফিক্সচার সহ গঠিত। এটি মৌজা - সরসুনা, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ ও ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা-৭০০ ০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত, যা বই-১, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, বিয়িং নং ১৯৭১০৫৩২১,সাল- ২০১৮ হিসাবে নিবন্ধিত এবং এ.আর.এ - ১ কলকাতা-এর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত, স্বামী শ্রী মানস দত্ত-এর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর:** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা, দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা, পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা। | **৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা** (যাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচ শত ঊনষাট টাকা মাত্র) **১৮.০৮.২০২৩** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় সহ। | ক) **১৮,৯৮,০০০.০০ টাকা (*)**<br>(আঠারো লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা মাত্র)<br>খ) **১,৮৯,৮০০.০০ টাকা**<br>(এক লক্ষ উননব্বই হাজার আটশত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>গ) **১০,০০০.০০ টাকা**<br>(দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>ঘ) **IDIB50520378239**<br>ঙ) **উপরোক্ত সম্পত্তির উপর অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্যের কোন দায়বদ্ধতা নেই।**<br>চ) **বাস্তবিক দখল** |

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

**পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০১.২০২৬ থেকে ২৯.০১.২০২৬; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ৩০.০১.২০২৬ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

**যোগাযোগের বিশদ : ৮১০০০ ০২০২১**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ১৩.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# আর নয় ১০ মিনিটে ডেলিভারি, কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ কেন্দ্রের



**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** ডেলিভারি পার্সনদের সুরক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ কেন্দ্রের। আর নয় ১০ মিনিটে ডেলিভারি, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলির কাছে চলে গিয়েছে কেন্দ্রের নির্দেশ। ইতিমধ্যেই ১০ মিনিটে ডেলিভারি বন্ধ করেছে ব্লিঙ্কিট। গত বছর ২৫ ডিসেম্বর দেশের সমস্ত বড় শহরগুলিতেও ধর্মঘটেও যেতে দেখা যায় গিগ ওয়ার্কারদের একটা বড় অংশকে। ৩১ ডিসেম্বরেও সেই ধর্মঘটের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। তারপরই সরকার নড়েচড়ে বসে।

বিষয়টি নিয়ে উত্তাল হয়েছে সংসদও। তাড়াহুড়ো করে ডেলিভারি করতে গিয়ে পরপর মৃত্যুতে বেড়েছে চাপানউতোর। কপালে চিন্তার ভাঁজ চাওড়া হয়েছে কেন্দ্রের। তারপরই শেষ পর্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্র সরকার।

এই সমস্ত ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলিতে যে সমস্ত গিগ ওয়ার্কারা কাজ করতেন তাঁরা দীর্ঘদিন থেকেই একাধিক দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন করে আসছিলেন। চাকরির নিশ্চয়তার দাবির পাশাপাশি ১০ মিনিটে ডেলিভারি বন্ধের দাবি তুলেছিলেন। পেশাগত কারণে তাঁরা এই ধরনের অমানবিক কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বিপদের মধ্যে পড়ছেন। তাই অবিলম্বে এই ধরনের ১০ মিনিটের ডেলিভারি বন্ধ করা উচিৎ। এই দাবিকে সামনে রেখে নাগরিক মহলেও দাবি ওঠে। যদিও কোনওভাবেই কর্ণপাত করেনি এই সংস্থাগুলি। এমনকি প্রাথমিক স্তরে এ নিয়ে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি সরকারি স্তরেও।

এরইমধ্যে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর মধ্যস্থতায় ব্লিঙ্কিট, জেপটোর মতো সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১০ মিনিটে ডেলিভারি তুলে নেওয়া হবে। এদিন থেকেই গ্রাহকরা এই ধরনের সুবিধা আর পাবে না। ইতিমধ্যেই ব্লিঙ্কিট এই পরিষেবা তুলে নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে বলে দাবি করেছে।

# ‘পাকিস্তানে ঢুকে মরণকামড় বসাতে প্রস্তুত ছিল সেনা’



**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানে ঢুকে মরণকামড় বসাতেও প্রস্তুত ছিল। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সঙ্গে তিনি মনে করালেন ১৯৭১-এর যুদ্ধের কথা। একইসঙ্গে ইসলামাবাদকে সতর্ক করে তিনি জানান, অপারেশন সিঁদুর এখনও জারি রয়েছে। ভবিষ্যতে ভারতের দিকে কোনও কুদৃষ্টি দিলে তার কড়া জবাব দেওয়া হবে।

নতুন বছরে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সেনাপ্রধান। সেখানে তিনি বলেন, ‘গত বছর অপারেশন সিঁদুর অভিযানে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। যদি পাকিস্তান কোনও রকম ভুল পদক্ষেপ করত, তাহলে আমাদের সেনাবাহিনী পাকিস্তানে ঢুকে মরণকামড় বসাতে প্রস্তুত ছিল।’ একইসঙ্গে ভারতীয় সেনার তিন বাহিনীর প্রশংসা করে সেনাপ্রধান বলেন, ‘এই অভিযানে ছিল তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের সেরা উদাহরণ। তিন বাহিনীকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করার।’ সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী আরও বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুরে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা কোনও রকম ত্রুটি বাস্তবায়িত করা হয়েছিল। এই অভিযানটি ৭ মে শুরু হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ছিল মাত্র ২২ মিনিটের। তবে তা ১০ মে পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মোট ৮৮ ঘণ্টা।’

# উত্তরপ্রদেশে মা-স্ত্রীকে খুন করে মাথা খুবলে খেল যুবক



**লখনউ, ১৩ জানুয়ারি:** উত্তরপ্রদেশে নরখাদক! নিজের স্ত্রী ও মাকে খুন করে তাঁদের মাথার খুলি ফাটিয়ে মাংস খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনা কুশিনগরের পার্সা গ্রামে। বছর তিরিশের ওই ব্যক্তি পেশায় শ্রমিক। ঘটনা প্রতক্ষ করেছে গোটা গ্রাম। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্তকে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সিকন্দর গুপ্ত। তিনি মুম্বইয়ে থেকে কাজ করতেন। মাস খানেক আগে বাড়ি ফিরেছিলেন। কুশিনগরের পুলিশ সুপার কেশব মিশ্রা জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জোড়াখুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। মনরোগ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, অভিযুক্ত মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন বলেই এই কাণ্ড ঘটাতে পেরেছেন। নচেত ‘ক্যানিবলিজম’ বা নরমাংস ভক্ষণ কখনই সম্ভব নয়। বিচারের পাশাপাশি অভিযুক্তের মানসিক রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত।গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, সিকন্দর মদ-গাঁজায় আসক্ত। মাঝেমাধ্যেই মা রুনা দেবী ও স্ত্রী প্রিয়াঙ্কাকে খুন করে ফেলবে বলে সে হুমকি দিত। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় বাড়ির ছাদে প্রথমে ২৮ বছরের প্রিয়াঙ্কা এবং পরে মা রুনাকে লাঠিপেটা করে সিকন্দর। এরপর সিমেন্টের একটি চাঁই দিয়ে বারবার মাথায় আঘাত করে। এর ফলে মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

খুন হওয়া তরুণী ও বৃদ্ধার চিৎকারে বাড়ির সামনে ছুটে আসেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, মাথার খুলি থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন সিকন্দর। এমনকী মা ও স্ত্রীর মাংসের টুকরো জনতার ভিড়ে ছুড়ে ফেলতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্ক ছোটাছুটি শুরু করে মানুষ। অনেকে ভয়ে আর্তনাদ করতে থাকেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত সিকন্দর গুপ্তকে।

## বাংলাদেশে ফের হিন্দু যুবক খুন

**ঢাকা, ১৩ জানুয়ারি:** ভোটমুখী বাংলাদেশে ফেরহিন্দু হত্যার ঘটনা ঘটল। এবারের ঘটনাস্থল ফেনির দাগনভুইঞা। সেখানকার এক অটোরিকশা চালককে সোমবার রাতে পিটিয়ে খুন করে, গাড়ি ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। পরিসংখ্যান বলছে, এনিয়ে গত একমাসে ৮ জন হিন্দু খুন হলেন ইউনূসের বাংলাদেশে। এসব ধারাবাহিক ঘটনা থেকেই স্পষ্ট, মুখে যাই বলুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় পুরোপুরি উদাসীন তাঁর প্রশাসন। একইসঙ্গে মৌলবাদীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন মদতও রয়েছে। গত বছরের শেষে ময়মনসিংহে দীপু দাস খুনের পর থেকে হিন্দু নিরাপত্তা জোরদারের বদলে আরও শিথিল হয়ে গিয়েছে। দীপু দাসের পর থেকে একে একে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বেছে বেছে হিন্দু নিধনের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। শেষতম ব্যক্তি হিন্দু সংস্কৃতিকর্মী আওয়ামি লিগ সমর্থক প্রলয় চাকী।

## ময়দান

### ফের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কোচ গম্ভীরের বিরুদ্ধে!

# সুন্দরের জায়গায় কেন বাদোনি?



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবারও অভিযোগ, আবারও কেন্দ্রে সেই কোচ গম্ভীরের পক্ষপাতিত্ব । সোমবার ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্ত হিসাবে তরুণ ব্যাটার আয়ুষ বাদোনির নাম ঘোষণার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে টিম ম্যানেজমেন্ট। সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অসংখ্য ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁদের একটাই প্রশ্ন; ঘরোয়া ক্রিকেটে সাম্প্রতিক হতশ্রী পারফরম্যান্সের পরেও কোন যুক্তিতে জাতীয় দলে ডাক পেলেন বাদোনি? লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন, তখন থেকেই বাদোনিকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। সেই ব্যক্তিগত পছন্দই কি এখন জাতীয় দলের দরজা খুলে দিল তাঁর জন্য? ‘গম্ভীরের চোখের মণি’ বলেই কি এই সুযোগ, এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সোশাল মিডিয়ায়। বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে ভূমিকা বিভ্রান্তি নিয়ে। ওয়াশিংটন সুন্দর একজন স্পিন অলরাউন্ডার। মাঝেমধ্যে ব্যাট হাতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতার

ঘটনার সূত্রপাত আসলে চোট-সঙ্কট থেকেই। নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরুর ঠিক আগে চোট পান ঋষভ পন্থ। ইতিমধ্যেই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতের এই তারকা উইকেটরক্ষক। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই প্রথম ওয়ানডে চলাকালীন চোট পান ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁর আঘাত এতটাই গুরুতর যে গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে যেতে হয়েছে অলরাউন্ডারকে। আর তখনই টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে ঢুকে পড়েন আয়ুষ বাদোনি।

এই সিদ্ধান্তকেই কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না দিল্লির এই তরুণ ব্যাটার। তিন ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১৬ রান, যা জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করছে। যদিও রনজি ট্রফিতে তিনটি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর নামের পাশে। দলীপ ট্রফিতেও রান পেয়েছেন। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক ফর্মই হওয়া উচিত ছিল নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি। সেই জায়গাতেই বাদোনি পিছিয়ে ছিলেন। আর এখানেই উঠে আসছে গৌতম গম্ভীরের নাম। নেটিজেনদের একাংশের দাবি, গম্ভীর যখন পাশাপাশি বল হাতেও তিনি কার্যকর। সেখানে বাদোনি মূলত একজন ব্যাটার। মাঝেমধ্যে বল করলেও তাঁকে অলরাউন্ডার বলা যায় না। যখন অক্ষর প্যাটেলের মতো অভিজ্ঞ স্পিন অলরাউন্ডার দলে রয়েছেন, তখন সুন্দরের পরিবর্ত হিসাবে কেন বাদোনিকেই বেছে নেওয়া হল;এই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। তবে সব সমালোচনার মধ্যেও একাংশের মত, বাদোনির প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা সময় নিয়ে। অনেকের মতে, তাঁকে নিয়ে অযথা তাড়াহুড়ো করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আরও কিছুটা সময় ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা দেখানোর পর সুযোগ দিলে এই বিতর্ক তৈরি হত না। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেলেন আয়ুষ বাদোনি। স্বপ্নের সেই মুহূর্ত আনন্দে ভাসার কথা থাকলেও, তার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এখন দেখার, মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন কি না তরুণ ব্যাটার। কারণ শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটে কথা বলে শুধু একটাই জিনিস, রান আর উইকেট ।

# খেতাব ধরে রাখতে দল ঘোষণা বাংলার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অসমে অনুষ্ঠিত হতে চলা সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের জন্য ২২ জনের দল ঘোষণা করল আইএফএ। কোচ সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখাই লক্ষ্য বাংলার। গতবার চ্যাম্পিয়ন দলের ছ’জন ফুটবলার রয়েছেন এবার। রয়েছেন রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, জুয়েল আহমেদ মজুমদার, বিক্রম প্রধান, গতবারের অধিনায়ক চাকু মান্ডি এবং মদন মান্ডি। দলে নতুন মুখ বলতে ইউনাইটেড স্পোর্টসে মিডফিল্ডার প্রশান্ত দাস, বিকি থাপা, ডায়মন্ড হারবারের আকিব নবাব, আকাশ হেমরাম। ইস্টবেঙ্গল থেকে দলে রয়েছেন বেশ কয়েকজন ফুটবলার। বিজয় মুর্মু, সায়ন ব্যানার্জি, শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাস, সুমন দে এবং গোলকিপার গৌরব সাউ। মোহনবাগান থেকে রয়েছেন দুজন, করণ রাই এবং মার্শাল কিস্কু। মঙ্গলবার সকালে যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে সঞ্জয় সেনের সম্ভাব্য বাংলা দল। ০-৪ ব্যবধানে হারলেও ছেলেদের খেলায় অসন্তুষ্ট নন কোচ সঞ্জয় সেন। এই ম্যাচের পরই চূড়ান্ত ২২ জনের নাম ঠিক করে ফেলেন তিনি। সঞ্জয় সেন বলেন, ‘প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হয় নিজেদের মধ্যে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তা শুধরে নেওয়ার জন্য। চার গোল বলেই অনেকে বড় করে দেখছে, আমার কাছে চার গোলে হার যা, এক গোলেও তাই। এই নিয়ে বিশেষ ভাবছি না।’ আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন কোচ সঞ্জয় সেনের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দল নির্বাচনে আমরা ওনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উনি নিজের সেরাটা উপহার দেবেন বাংলার জন্য’, বলেন তিনি। সন্তোষ ট্রফির জন্য ২২ সদস্যের বাংলা দল ডিফেন্ডার — জুয়েল আহমেদ মজুমদার, বিক্রম প্রধান, চাকু মান্ডি, মদন মান্ডি, মার্শাল কিস্কু, সুজিত সাধু, সুমন দে। মিডফিল্ডার — বিজয় মুর্মু, সায়ন ব্যানার্জি, শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাস, প্রশান্ত দাস, আকাশ হেমরাম, বিকি থাপা, আকিব নবাব,

ফরোয়ার্ড সুময় সোম, উত্তম হাঁসদা, রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, করণ রাই, গৌরব সাউ (গোলরক্ষক), সোমনাথ দত্ত (গোলরক্ষক)।

**TENDER**
E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIET-04(2025-26), 05.01.2026,** Fund-15th CFC Tied and Untied. Last date of submission **19.01.2026 up to 12.30p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- Prodhan,**
**Palsunda-II Gram Panchayat.**

**Howrah Municipal Corporation**
**Borough Commitee-IV**
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101
**E-TENDER**
**NIT No: E-TN/005/A.E./Br-IV/ 25-26, Date : 13.01.2026**
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **https://tenders.wb.gov.in** Bid submission starting date **16.01.2026.** Bid submission closing date **27.01.2026.** **Sd/-**
**Assistant Engineer**
**Borough-IV, H.M.C.**

**JETIA GRAM PANCHAYAT**
**Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.**
**NOTICE INVITING TENDER**
e-Tender has been invited under Women and child developm ent & social well fare department for **Tender Notice No.: JGP/27/2025, Dated: 13/01/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987766_1, 2026_ZPHD_987766_2, 2026_ZPHD_987766_3, 2026_ZPHD_987766_4, 2026_ZPHD_987766_5, 2026_ZPHD_987766_6, 2026_ZPHD_987766_7.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
**Jetia Gram Panchayet**

**Date Corrigendum**
**NIT No. SFDC/MD/NIT-10(e)/2025-26**
**Tender Id:- 2025_SFDCL_973568_1**
**Schedule of Dates:-**
**Bid Submission End Date - 24/01/2026 upto 3.00 p.m.**
**Date of opening Technical Bid - 27/01/2026 at 3.00 p.m.**
**Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in.**

Office of the
**Hazbibidanga Gram Panchayat**
**P.O. - PANCHGRAM BLOCK-NABAGRAM DIST.-MURSHIDABAD**
**1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-05/HGP/2025-26, Dated: 08/01/2026** is hereby invited through online by the Prodhan, Hazbibidanga, Sarbanagar, Panchgram Nabagram, MSD. for Civil works upto **22/01/2026 Time: 1.00PM**
Details may be obtained from this office during office hours.
**Sd/- Prodhan**
**Hazbibidanga G.P**
**Sarbanagar, Panchgram**
**Nabagram, Murshidabad.**

**SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT**
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
**Notice Inviting e-Tender**
**NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-15/2025-26 (2nd Call), Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-16/2025-26 (3rd Call), Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-20/2025-26 (3rd Call), Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-21/2025-26 (2nd Call), Sl. 1-7, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-25/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-7, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-28/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-4, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-29/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-3, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-31/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-3, Date-10.01.2026 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-33/2025-26 (1st Call), Sl. 1, Date-13.01.2026.** Bid Submission Start Date : **13.01.2026, 14.01.2026 (NIT-31, 33) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **19.01.2026, 21.01.2026 (NIT-33) up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **21.01.2026, 23.01.2026 (NIT-33) at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in** **Sd/- Pradhan**
**Saratchandra Gram Panchayat**

**e-Tender Notice**
Tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Deypara, Shimultala, Nadia. Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-25/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant) Memo No. 012/DEY/2026 Date : 10/01/2026. Last Date Of Submission Bid 24/01/2026 at 10.00 A.M. Technical Bid Opening Date 27/01/2026 at 11.00 A.M. more details please visit **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Prodhan,**
**Deypara Gram Panchayet**
**Deypara, Nadia.**

**Howrah Municipal Corporation**
**Borough-II**
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
**E-TENDER NOTICE**
**E-Tender No.: TN/006/AE/B-II/ 2025-26, Date : 14.01.2026**
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https://:tenders.wb.gov.in** . Uploading (Online) start : **15.01.2026 at 06.00 P.M.** Submission closing (Online) : **28.01.2026 at 06.00 P.M.**
**Sd/-**
**Assistant Engineer**
**Borough-II, H.M.C.**

**Barijahatty Gram Panchayat**
**Chanditala, Hooghly**
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **2 Nos.** work(s) vide **Tender Reference No.: 769/BGP/TENDER/15thFC/2025-2026, Date: 18.12.2025. Fund: 15th FC.** Bid Submission End Date : **19.01.2026 up to 03.00 PM.** Date of Opening of Tender : **23.01.2026 at 10.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
**Sd/-**
**Prodhan**
**Barijahatty Gram Panchayat**

**পূর্ব রেলওয়ে**
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II (এক্সইএন-বিআরএল-এসডিএএইচ), তারিখঃ ০৮.০১.২০২৬।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৭০-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে কাঁকুড়গাছি কর্ড শাখায় আপ এবং ডাউন উভয়দিকে ব্রিজ নং. এক্স-১৩-এর রি-গার্ডারিংয়ের ব্যবস্থা এবং শিয়ালদহ ডিভিসনে চক্র রেলওয়েতে দমদম জং.-পাতিপুকুরের মধ্যে ব্রিজ নং. ১ সিপি-এর রি-গার্ডারিংয়ের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৩৫,৬৩,৫৮৩.৬০ টাকা, **ইএমডিঃ** ৪,১৭,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ্ কন্ট্রাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।
SDAH-350/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**
ডেপুটি সিপিএম/ইঞ্জি/জিএসইউ/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ ০৫_২০২৫-২৬, তারিখঃ** ০৯.০১.২০২৬। **কাজের বিবরণঃ** জিএসইউ/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে লিলুয়া-লিলুয়া ওয়ার্কশপের ভিতরে নতুন জি+২ এমঅ্যান্ডসি ল্যাবরেটরীজ বিল্ডিং নির্মাণ এবং লিলুয়া-এলএইচবি/ইএমইউ পিওএইচ-এর পিট থেকে সারফেস টাইপে ট্র্যাভারসার বে-১-এর রূপান্তর এবং সম্প্রসারণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২২,৩২,১৯,৭২৩.৭৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১২,৬৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-528/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ২৬৩৮ ৩২১১-১৩ ফ্যাক্স - ২৬৪১ ২২১৪/৫৮৪৬/৫২১৮
No. CN/ED/S&D/49/2025-2026 সংশোধনী তারিখ : ০৯.০১.২০২৬
রেফা নং : WB-HMC/TN/ED/S&D/45/2025-2026 তারিখ : ১৯.১২.২০২৫
ক্রম নং : সকল কাজ নিম্নোক্ত সময় সারণি সংশোধিত :

| ক্রম নং | বিবরণ | বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং সময় | সংশোধিত তারিখ এবং সময় |
|---|---|---|---|
| ৫ | টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) | ০৬.০১.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত | ১৭.০১.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত |
| ৬ | ডিমান্ড ড্রাফট দাখিলের শেষ তারিখ | ০৭.০১.২০২৬ বেলা ২ টা পর্যন্ত | ১৯.০১.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত |
| ৭ | অংশ -১ প্রস্তাব (অনলাইনে) খোলার তারিখ | ০৯.০১.২০২৬ বেলা ২ টা পর্যন্ত | ২০.০১.২০২৬ বেলা ২ টা পর্যন্ত |

উক্ত টেন্ডারের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
২৬০(১)/২৫-২৬ ১৩.০১.২৬
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/2018/25-26 Dated 09.01.2026 | Construction of Concrete Road at D.N.Street Road Bye Lane at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 2,83,608.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/2020/25-26 Dated 09.01.2026 | Upgrade Pavement Road to Concrete Road Prasanta Mitra House to Bhriguram Maity House at Natunpally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 1,77,884.00 |

Bid Submission end date: **02.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/2017/25-26 Dated 09.01.2026 | Construction of U.C. Bullah Pilling work at Rania Jhil(1st 30 foot Road),in ward No.-35,under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 9,11,535.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/2023/25-26 Dated 09.01.2026 | Reparing of Bats Consolidation at 9 er pally & Chaplinpally Road Main Road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 7,79,241.00 |

Bid Submission end date: **02.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Office of The
**Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat**
**Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs**
**NOTICE INVITING TENDER**

| S.No | NIT NO | Tender Title | AMOUNT (Rs. |
|---|---|---|---|
| 1. | 32/15th FC Tied/NIT/SPGP/2025 | Constraction of 6 no. drain under GP Office | Rs 249.894.00 |

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

| S.N. | Particulars Date & Hours | |
|---|---|---|
| 1 | Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time | 01/14/2026 10:30 |
| 2 | Tender doc. Sales end & bid submission end date & time | 01/24/2026 10:30 |
| 3 | Earnest money depositing end date & time | 01/24/2026 10:30 |
| 4 | Bid opening date & time | 01/27/2026 12:30 |

**Sd/-, Prodhan**
**Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/2019/25-26 Dated 09.01.2026 | Upgradation of Concrete road at J.N.Bose Road Bye Lane, Ramchand Ghosh Street at Ward No-20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 13,71,839.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/2021/25-26 Dated 09.01.2026 | Reparing of Bats Consolidation at Buribattala Main Road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 14,01,885.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/2022/25-26 Dated 09.01.2026 | Reparing of Bats Consolidation at Chanditala Main Road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 11,39,365.00 |

Bid Submission end date: **02.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** ***Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality***

**BOARD OF COUNCILLORS OF**
**RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY**
**P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia**
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards under APAS scheme within Raghunathpur Municipality. (with Corrigendum Notices).

| Sl. | Particulars | Date | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Date and Time of Publication | 13.01.2026 | 10.30 A.M. onwards |
| 2. | Bid Submission Start Date & Time | 13.01.2026 | 10.30 A.M. onwards |
| 3. | Bid Submission Close date & Time | 21.01.2026 | 18.00 Hrs.. onwards |
| 4. | Opening Date | 24.01.2026 | 10.30 P.M. onwards |

| TENDER IDS :- | | | |
|---|---|---|---|
| 2026_MAD_5007352_1 | 2026_MAD_5007414_1 | 2026_MAD_5007418_1 | 2026_MAD_5007422_1 |
| 2026_MAD_5007423_1 | 2026_MAD_5007428_1 | 2026_MAD_986931_1 | 2026_MAD_986910_1 |

For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in** and **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
**Sd/- Chairman**
**Raghunathpur Municipality,**

**Durgapur Municipal Corporation**
**City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman**
**Notice Inviting e-Tender**
**1) Name of the Work :** Construction of drain from Suresh Majumder to Monoranjan Sarkar house at 5 no. street of Shyampur Colony Ward No.-42 under D.M.C.
**e-Tender No. : WBDMC/W/289(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007573_1 • Est. Amt: Rs. 3,73,701.00**
Last Date : **20-JAN-2026 upto 05:00 p.m.**
**2) Name of the Work :** Construction of new drain from Rakhi Halder house to Canel, Ward No.-42 under D.M.C.
**e-Tender No: WBDMC/W/289(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007573_2 • Est. Amt: Rs. 4,67,747.00**
Last Date : **20-JAN-2026 upto 05:00 p.m.**
**3) Name of the Work :** Laying of 25mm dia PVC underground pipe line at 8 no. Street, AC-277, Booth No.-284, Ward No.-42 under D.M.C.
**e-Tender No. : WBDMC/W/289(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007573_3 • Est. Amt: Rs. 31,260.00**
**4) Name of the Work :** Repairing of culvert at 8 no. street at Ward No.-42, under D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/289(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007573_4 • Est. Amt: Rs. 79,145.00**
**5) Name of the Work :** Repairing of Bituminous Road from house of Parimal Saha to Pradip Mukherjee at Sagarbhanga under Ward No.-29, Booth No.-276, D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/332(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007600_1 • Est. Amt: Rs. 1,17,225.00**
**6) Name of the Work :** Renovation of ICDS centre at Ghushikdanga under Ward No.-29, Booth No.-276, D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/332(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007600_2 • Est. Amt: Rs. 1,17,048.00**
**7) Name of the Work :** Construction of new drain from Raju Sharma house to Raju Banerjee house and Bajrang Mandir to Dipak Das house at Deshbandhu Nagar under Ward No.-29, Booth No.-276, D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/332(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007600_3 • Est. Amt: Rs. 7,38,764.00**
**8) Name of the Work :** Repairing of main road by concrete at Aam Bagan Basti under Booth No.-253, Ward No.-40 of D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/352(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007520_1 • Est. Amt: Rs. 3,08,036.00**
**9) Name of the Work :** Construction of Concrete road in front of Durgapur Projects Township Girls High School under Booth No.-253, Ward No.-40 of D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/352(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007520_2 • Est. Amt: Rs. 2,32,084.00**
**10) Name of the Work :** Improvement of illumination with LED street light fittings at Gate of D.P.T.G.H.S under Booth No.-253, Ward No.-40 of D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/352(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007520_3 • Est. Amt: Rs. 1,34,000.00**
**11) Name of the Work :** Improvement of illumination with LED street light fittings at Milan Sangha Club under Booth No.-253, Ward No.-40 of D.M.C. area
**e-Tender No. : WBDMC/W/352(APAS) of 25-26(2nd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5007520_4 • Est. Amt: Rs. 2,50,292.00**
Last Date : **20-JAN-2026 upto 05:00 p.m.**
For details : **https://tenders.wb.gov.in**
**Sd/-**
**Executive Engineer, DMC**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

# ইঁচেগাঁও নীরব পাহাড়ের গল্প

**অদিতি কর্মকার**

শীতের সকালে পাহাড় যখন ধীরে ধীরে আলোয় ভাসে, কুয়াশার পর্দা সরিয়ে একে একে দেখা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র শিখর;সেই মুহূর্তে ইঁচেগাঁও যেন নিজের সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশব্দে মেলে ধরে। কালিম্পং জেলার এই ছোট পাহাড়ি গ্রামটি এখনও বড় পর্যটনের চাপে পড়েনি। তাই ইঁচেগাঁও মানে শুধু ভিউ নয়, ইঁচেগাঁও মানে পাহাড়ের সঙ্গে ধীরে কথা বলা, গ্রামজীবনের ছন্দে নিজেকে মেলানো।

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ১৫,১৬ কিলোমিটার দূরে হলেও ইঁচেগাঁওয়ের পরিবেশ একেবারেই আলাদা। পাকা রাস্তা ছেড়ে একটু আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে ঢুকলেই শুরু হয় চওড়া আকাশ, পাইন আর সাইপ্রাস গাছের সারি, আর নিঃস্তব্ধতা। শহরের কোলাহল এখানে এসে থেমে যায়। শীতকালে এই গ্রাম সবচেয়ে আকর্ষণীয়; হাওয়ায় তীক্ষ্ণ ঠান্ডা, আকাশ পরিষ্কার, আর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে রঙের খেলা।

ইঁচেগাঁওয়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার দৃশ্যমানতা। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও পান্ডিম, কাব্রু, সিনিয়লচু;হিমালয়ের একাধিক শৃঙ্গ দেখা যায়। ভোরবেলা গ্রামের কোনও হোমস্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সেই দৃশ্য দেখা এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। অনেক পর্যটকই বলেন, দার্জিলিং বা টাইগার হিলের ভিড় ছাড়াই এখান থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য উপভোগ করা যায়;এটাই ইঁচেগাঁওয়ের সবচেয়ে বড় পাওনা।

এই গ্রাম পাহাড়ি হলেও পুরোপুরি পর্যটনকেন্দ্রিক নয়। এখানকার বাসিন্দারা মূলত লেপচা ও নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ। ছোট ছোট বাড়ি, কাঠের বারান্দা, আঙিনায় ফুলের গাছ;সব মিলিয়ে একেবারে গ্রামবাংলার মতো সহজ জীবন, শুধু পটভূমিতে পাহাড়। সকালে মহিলারা আগুনে রান্না করেন, পুরুষরা চা-বাগান বা আশপাশের কাজে বেরিয়ে পড়েন। অতিথিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁদের জীবনকথা শোনা যায়;কীভাবে পাহাড়ে শীত নামে, কীভাবে বর্ষায় রাস্তা ভাঙে, আর কীভাবে পর্যটক এলেই গ্রামের অর্থনীতিতে একটু স্বস্তি আসে।

ইঁচেগাঁওয়ের আরেকটি বড় আকর্ষণ তার নৈঃশব্দ্য। এখানে বড় বাজার নেই, নাইটলাইফ নেই, উচ্চ শব্দে বাজানো গান নেই। সন্ধে নামলেই পাহাড়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আকাশ ভরে ওঠে তারায়। শীতের রাতে কম্বল জড়িয়ে বাইরে বসে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, শহরে বসে আমরা তারাদের দেখতে ভুলে গেছি। ফটোগ্রাফারদের কাছে ইঁচেগাঁও বিশেষ প্রিয়; ল্যান্ডস্কেপ, নাইট স্কাই, গ্রামজীবন;সব এক ফ্রেমে ধরা যায়।

ভ্রমণপিপাসুদের জন্য ইঁচেগাঁও কেবল বসে থাকার জায়গা নয়। এখান থেকে সহজেই যাওয়া যায় ডেলো, দুরপিনধারা, কালিম্পং শহরে। আশেপাশে ছোট ট্রেকিং রুট আছে, যেখানে হাঁটতে হাঁটতে বন, পাহাড়ি ঝরনা আর গ্রাম দেখা যায়। তবে ইঁচেগাঁওয়ের আসল মজা তাড়াহুড়োয় নয়। এখানে সময়কে ধীরে চলতে দেওয়াই সবচেয়ে বড় বিলাসিতা।

থাকার ক্ষেত্রে বড় হোটেলের বদলে হোমস্টেই ইঁচেগাঁওয়ের প্রাণ। স্থানীয় খাবার; ভাত, ডাল, সবজি, মাঝে মাঝে মোমো বা থুকপা;সবই ঘরের মতো স্বাদে পরিবেশিত হয়। শীতকালে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে অতিথিদের গল্প শোনানো, পাহাড়ি লোককথা বলা;এই আন্তরিকতাই ইঁচেগাঁওকে আলাদা করে তোলে।

শীতকাল, বিশেষ করে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, ইঁচেগাঁও ভ্রমণের সেরা সময়। তখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সম্ভাবনাও বেশি। তবে রাতে তাপমাত্রা অনেকটা নেমে যায়, তাই গরম পোশাক সঙ্গে রাখা জরুরি। পাহাড়ি গ্রাম হওয়ায় বিদ্যুৎ বা নেটওয়ার্ক মাঝেমধ্যে দুর্বল হতে পারে;কিন্তু সেটাকেই অনেকেই আশীর্বাদ হিসেবে দেখেন, কারণ এতে শহুরে ব্যস্ততা থেকে সত্যিকারের বিরতি মেলে।

নীচে সকলের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হল

### কোথায় ইঁচেগাঁও

ইঁচেগাঁও (Ichhegaon) কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ১৫, ১৬ কিলোমিটার দূরে, ডেলো পাহাড়ের কাছাকাছি একটি ছোট পাহাড়ি গ্রাম। উচ্চতা আনুমানিক ৫,৫০০ ফুট। শীতকালে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সংলগ্ন তুষারশৃঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়।

### কীভাবে যাবেন

**কলকাতা থেকে**

**১. ট্রেনে**

- কলকাতা নিউ জলপাইগুড়ি (NJP) সময় ১০,১২ ঘণ্টা
- এরপর NJP থেকে কালিম্পং (গাড়িতে ৩,৩.৫ ঘণ্টা)

**২. বিমানে**

- কলকাতা — বাগডোগরা
- এরপর বাগডোগরা থেকে কালিম্পং (৩ ঘণ্টা মতো)
- কালিম্পং থেকে ইঁচেগাঁও দূরত্ব প্রায় ১৫, ১৬ কিমি সময় ৪৫ মিনিট, ১ ঘণ্টা
- লোকাল ট্যাক্সি বা হোমস্টে থেকে গাড়ির ব্যবস্থা সহজেই পাওয়া যায়
- পথে পাহাড়ি রাস্তা, পাইন বন আর দূরে পাহাড়ের সারি; যাত্রাটাই একরকম ভ্রমণের অংশ।

### কোথায় থাকবেন

ইঁচেগাঁওয়ে বড় হোটেল নেই;এটাই এর সৌন্দর্য। এখানে থাকার প্রধান ভরসা হোমস্টে।

**থাকার ধরন**

- সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার ঘর
- কাঠের বারান্দা, পাহাড়মুখী জানালা
- স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে থাকা

**খরচ (প্রায়)**

- মাথাপিছু ১২০০, ২০০০
- সাধারণত খাবার (ব্রেকফাস্ট + ডিনার) সহ

**খাবার**

- ভাত, ডাল, পাহাড়ি সবজি
- মোমো, থুকপা
- শীতকালে কাঠের আগুনে রান্নার স্বাদ আলাদা
- হোমস্টেতে থাকার সবচেয়ে বড় পাওনা হলো আতিথেয়তা; গল্প, পাহাড়ি জীবন আর নির্ভেজাল আন্তরিকতা।

### কী দেখবেন ও কী করবেন

- কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ ভোরবেলাই সেরা সময়
- গ্রাম হাঁটা পাহাড়ি পথ ধরে ধীরে হাঁটা
- ডেলো পাহাড় কাছেই, চাইলে আধঘণ্টার

**গাড়ি পথে**

- ডুরপিনধারা ও কালিম্পং বাজার ডে ট্রিপ হিসেবে
- নাইট স্কাই ফটোগ্রাফি শীতের রাতে তারাভরা আকাশ
- ইঁচেগাঁও মূলত 'কিছু না করার আনন্দ' উপভোগ করার জায়গা।

### কখন যাবেন

- সেরা সময় নভেম্বর,জানুয়ারি
- শীতকালে তাপমাত্রা রাতে ৪, ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে
- গরম জামাকাপড় অবশ্যই দরকার

### ছোট টিপস

- মোবাইল নেটওয়ার্ক মাঝেমধ্যে দুর্বল নগদ টাকা সঙ্গে রাখুন
- বড় লাগেজের বদলে হালকা ব্যাগ ভালো
- শব্দদূষণ এড়িয়ে চলুন; এটাই গ্রামের সম্পদ।

সব মিলিয়ে ইঁচেগাঁও কোনও ঝাঁ-চকচকে পর্যটনকেন্দ্র নয়। এটা এমন এক জায়গা, যেখানে পাহাড় নিজের মতো করে ধরা দেয়;নীরব, ধীর, গভীর। যারা শীতের ছুটিতে ভিড় এড়িয়ে পাহাড়ের গ্রামে কিছুদিন হারিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য ইঁচেগাঁও নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা অফবিট ঠিকানা।

# রহস্যময় হেতাল বন

## সুন্দরবনের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়

**হাফিজুর রহমান**

সুন্দরবনের লোনা বাতাসের ঝাপটা যখন নৌকার ছইয়ে এসে লাগে, তখনই বোঝা যায় এক আদিম এবং রহস্যময় পৃথিবীর সীমানায় পা রাখা হয়েছে। সুন্দরী, গড়ান আর কেওড়া গাছের নিবিড় সখ্য পেরিয়ে বনের আরও গভীরে যেখানে জোয়ার-ভাটার খেলা চলে নিরন্তর, সেখানেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে 'হেতাল বন'। স্থানীয় বনজীবীদের কাছে এই বন শুধু একগুচ্ছ গাছ নয়, বরং এক অজানা শিহরন আর বুক কাঁপানো আতঙ্কের নাম। সুন্দরবনের বুক চিরে বয়ে চলা সরু খালগুলো যখন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসে, দুই ধারের ঘন নিস্তব্ধতা যেন কানে কানে বলে যায় কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসের কথা। সেই স্তব্ধতা ভেঙে যখন নৌকার লগি কাদার গভীরে বসে যায়, ঠিক তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত হেতাল গাছের জঙ্গল। ছোট ছোট তালের মতো পাতা, মাটি ঘেঁষে থাকা ঝোপালো ডালপালা আর তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ কাঁটা;সব মিলিয়ে হেতালের রাজত্ব এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো।

বনের গভীরে প্রবেশের শুরুটা হয় অদ্ভুত এক গুমোট গরমে। ম্যানগ্রোভের শ্বাসমূলগুলো মাটির নিচ থেকে উদ্ধত আঙুলের মতো জেগে থাকে, যেন কোনো পাতালে বন্দি আত্মা মুক্তির জন্য হাত বাড়াচ্ছে। হেতাল বনের বিশেষত্ব হলো এর অস্বাভাবিক ঘনত্ব। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় নিরেট এক সবুজ দেয়াল, যার ভেতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। দিনের বেলাতেও এই বনের মেঝেতে বিরাজ করে এক মায়াবী গোধূলি। শুকনো হেতাল পাতার ওপর দিয়ে কোনো সরীসৃপ চলে গেলে যে খসখস শব্দ হয়, তা এই নিঝুম পরিবেশে কামানের গোলার মতো শোনায়। অভিযাত্রীদের কাছে এই শব্দটাই সবচেয়ে বড় ত্রাস। কারণ, হেতাল বন হলো সুন্দরবনের আসল রাজা; রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চিরচেনা ডেরা। বাঘের গায়ের হলুদ-কালো ডোরার সাথে হেতাল পাতার ছায়া আর আলোর খেলা এমনভাবে মিশে যায় যে, দশ হাত দূরে ওত পেতে থাকা শিকারিকেও চেনা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

হেতাল বনের ভেতরে রোমাঞ্চের চেয়ে বেশি থাকে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ। লোনা কাদার সেঁতসেঁতে গন্ধ আর পচা পাতার কটু ঘ্রাণ নাকে এলে শরীর আপনাআপনি কুঁচকে যায়। যারা এই বনের রহস্য সন্ধানে গভীরে যান, তারা জানেন যে এখানে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হয় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে। হেতাল গাছগুলো উচ্চতায় খুব বেশি বড় হয় না, কিন্তু তাদের ডালপালা এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে মানুষ তো দূর, বড় কোনো পশুকেও সেখান থেকে বের হতে বেগ পেতে হয়। অথচ বাঘের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ লুকানোর জায়গা। বাঘ যখন হেতাল বনের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোয়, তখন একটি পাতাও নড়ে না। এই নিঃশব্দ চলাচলের রহস্য আজও বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়। স্থানীয় মৌয়ালি আর বাওয়ালিরা বিশ্বাস করেন, হেতাল বনের প্রতিটি ঝোপে বনবিবির নজর থাকে, আর যারা অশুভ উদ্দেশ্যে বনে ঢোকে, হেতাল তাদের পথ ভুলিয়ে দেয়।

বনের যত ভেতরে যাওয়া যায়, রহস্য তত ঘনীভূত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ঘন বনের মাঝে হঠাৎ করে একটা ফাঁকা জায়গা, যেখানে কেবল ধূসর মাটি আর কয়েকটা মরা হেতাল কাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। কেন সেখানে কোনো নতুন চারা জন্মায় না, তার কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। লোকমুখে প্রচলিত আছে, এসব জায়গায় অতীতে কোনো অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল, যার অতৃপ্ত আত্মা আজও সেখানে ঘুরে বেড়ায়। গভীর রাতে যখন জোয়ারের পানি হেতাল বনের শিকড় ছুঁয়ে যায়, তখন বনের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত বাঁশির মতো শব্দ ভেসে আসে। বিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন এটা বাতাসের কারসাজি, কিন্তু সুন্দরবনের আদি বাসিন্দাদের দাবি, এটা আসলে 'মায়াবী ডাক'। হেতাল বন নাকি মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে পারে। কোনো এক অদৃশ্য টানে মানুষ বনের গভীরে হারিয়ে যায় এবং পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই রহস্যের সাথে মিলেমিশে আছে রোমাঞ্চের চূড়ান্ত স্বাদ। সুন্দরবনের এই অংশটি যেন পৃথিবীর শেষ সীমানা, যেখানে মানুষের তৈরি কোনো আইন চলে না। এখানে কেবল বেঁচে থাকার লড়াই আর প্রকৃতির আদিম নিয়ম। হেতাল বনের কাঁটাযুক্ত ডালগুলো যখন শরীরের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বের করে দেয়, তখন সেই রক্তের গন্ধে বনের অন্য হিংস্র প্রাণীরা সজাগ হয়ে ওঠে। কাদা আর পানির সংমিশ্রণে তৈরি এই গোলকধাঁধায় কম্পাসও অনেক সময় ভুল দিক নির্দেশ করে বলে অভিজ্ঞ পর্যটকদের দাবি। এর কারণ হয়তো মাটির নিচে থাকা খনিজ উপাদান, অথবা অন্য কিছু যা আজও অজানা।

হেতাল পাতার ফাঁক দিয়ে যখন একজোড়া জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তখন সাহসীর হৃদস্পন্দনও থেমে যায়। সেই মুহূর্তটিই হলো সুন্দরবনের আসল রূপ;ভয়ংকর সুন্দর।

সূর্যাস্তের সময় হেতাল বনের রূপ এক লহমায় বদলে যায়। দিনের সেই রহস্যময় সবুজ বর্ণ তখন গাঢ় কালোতে রূপ নেয়। সন্ধ্যার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর দূর থেকে আসা বাঘের গর্জন মিলেমিশে এক নারকীয় সংগীতের সৃষ্টি করে। জোয়ারের পানি বাড়তে থাকলে বনের নিচু জায়গাগুলো তলিয়ে যায়, তখন মনে হয় পুরো হেতাল বনটাই যেন পানির ওপর ভাসছে। এই অন্ধকার সময়ে বনের ভেতর যে অদ্ভুত নীলচে আলো মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাকে স্থানীয়রা 'আলেয়া' বলে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সেই আলোর পেছনেও লুকিয়ে আছে কোনো না কোনো রহস্যময় রাসায়নিক বিক্রিয়া অথবা কোনো অলৌকিক কাহিনী। হেতাল বনের প্রতিটি ভাঁজে, প্রতিটি পাতায় লুকিয়ে আছে এমন হাজারো অনুচ্চারিত গল্প। যারা একবার এই বনের নেশায় পড়েন, তারা শত বিপদ জেনেও বারবার ফিরে আসেন এই অমোঘ আকর্ষণে। সুন্দরবনের হেতাল বন আসলে এক অনন্ত মহাকাব্য, যার প্রতিটি পাতা রোমাঞ্চে মোড়া আর প্রতিটি পরিচ্ছেদ এক গভীর রহস্যে ঢাকা। এই বন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির কাছে মানুষ আজও কতটা অসহায় এবং ক্ষুদ্র, আর প্রকৃতির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আজও মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

# বিভূতি মেলায় শিকড়ের খোঁজ

শহর যত আধুনিক হচ্ছে, তত দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে লোকজ জীবনের চেনা ছন্দ। স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বন্দি জীবনের ভিড়ে গ্রামবাংলার সহজ আনন্দ, শিল্প আর সংস্কৃতি আজ প্রান্তিক। ঠিক এই সময়ে বনগাঁর বিভূতি মেলা যেন একটু থামিয়ে দেয় আমাদের ছুটে চলা;মনে করিয়ে দেয়, উন্নয়নের সঙ্গে শিকড়ের সম্পর্ক ছিন্ন করা আত্মঘাতী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য যে গ্রামবাংলার কথা বলে, সে গ্রাম কেবল স্মৃতিতে নয়, বাস্তবেও এখনও বেঁচে আছে; এই মেলা তারই প্রমাণ। আলো, ভিড় আর দোকানের সারির আড়ালে এখানে ধরা পড়ে লোকশিল্পীর শ্রম, কারিগরের দক্ষতা আর প্রজন্মান্তরে বয়ে আনা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। বিভূতি মেলা তাই শুধুই উৎসব নয়, এক সামাজিক দলিল।

আজ যখন উৎসব মানেই বড় ব্র্যান্ড, কর্পোরেট স্পনসর আর ভোগবাদী উচ্ছ্বাস, তখন এই ধরনের মেলা একান্তভাবেই ব্যতিক্রম। এখানে অর্থনীতিও আছে, কিন্তু তা মানুষের হাত ধরেই; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিল্পী ও স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে। গ্রামীণ অর্থনীতির এই প্রবাহ উপেক্ষা করার মূল্য সমাজকে ভবিষ্যতে চুকাতে হতে পারে।

তবে প্রশ্ন থেকেই যায়;আমরা কি এই মেলাকে শুধু কয়েক দিনের আনন্দ হিসেবেই দেখতে চাই? নাকি এটিকে দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ দিতে পারি? মেলার পরিবেশ রক্ষা, বাণিজ্যিক আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণ এবং লোকশিল্পকে সারাবছরের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া;এই সবকিছুতেই প্রশাসন ও নাগরিক সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরি।

বিভূতি মেলা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়;গ্রাম আর শহরের দূরত্ব কমাতে হলে শুধুই রাস্তা বা রেলপথ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সংযোগ। মেলার আলো নিভে গেলে যদি এই বোধটুকুও নিভে যায়, তবে উৎসবের সার্থকতা প্রশ্নের মুখে পড়বে। আর যদি আলো নিভেও মননে জ্বলে থাকে, তবে বিভূতি মেলা তার আসল উদ্দেশ্য পূরণ করবে।